

শ্রীশ্রীহার !

শরৎ ১১



কেয়ার জিলমেনের মনোহর উপাখ্যান।



শ্রীহরি মোহন কর্মকার প্রণিত।

শ্রীযুত সীতা নাথ মল্লিকের অনুমত্যানুসারে
সুধানিষ্কু যত্নে যজ্ঞিত।



এই পুস্তক যাহার প্রয়োজন হইবেক
তিনি উক্ত যন্ত্রালয়ে অথবা সিমুলিয়ার চান। ধোপাপাড়া
নিবাসি বশোরাশী শ্রীযুত রামগোপাল রায় মহোদয়ের
নং ৫৭ ভবনে অনায়াসে করিলেই
পাইবেন।



ইতি সন ১২৬২ বঙ্গাব্দে
তারিখ ১৩ আশ্বিন মাস
শ্রীযুত সীতা নাথ মল্লিক কর্তৃক
করিলে

অথ গ্রন্থারম্ভঃ

২

অথ দ্রমারের বিদ্যা শিক্ষা ও উদ্যান বর্ন্তন ৪ নাং ৫

দত্য কতৃক দ্রমারীর রূপ বর্ন্তন ও দ্রমার দ্রমারীর দর্শন ৭

অথ দ্রমারীর অদর্শনে দ্রমারের খেদ ৯

দ্রমারীর খেদ ও রাজপুত্রের স্বাপ্ন দ্রমারীকে দর্শন ১১

অথ দ্রমার কতৃক দ্রমারীর রূপ বর্ন্তন ১৫

অথ মন্ত্রী কতৃক দ্রমারের প্রবোধ ১৬

অথ বজ্রনো বর্ন্তন ও বসন্ত বর্ন্তন ১৯ নাং ২৭

অথ বসন্ত আগমনে দ্রমারীর খেদ ২৯

অথ লুমীর বিরহ ও সখীগণের উক্তি ৩১

অথ দ্রমারীর সখী সনে উপবনে গমন ৩৩

অথ দ্রমারের চিনদেশ প্রাপ্ত ৩৪

অথ রাজপুত্রের পত্র প্রেরণ ৩৬

অথ দ্রমারীর পত্র প্রেরণ ৩৭

অথ দ্রমারীর পিতার প্রাত পত্র প্রেরণ ৩৮

অথ বিবাহ ও দ্রমার দ্রমারীর মিলন ৩৯ নাং ৪১

অথ দ্রমারের স্বদেশ যাত্রা ৪২

অথ দ্রমারীর পুরুষ বেশে পতি অনেষণে যাত্রা ৪

অথ লুমির ময়মন রাজার সহিত সাক্ষাৎ ৪

অথ ময়মন কন্যার সহিত লুমির বিবাহ ৪

অথ রাজপুত্রের সহিত পুনর্বার লুমির মিলন

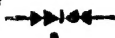
অথ দ্রমারের বিরহ ও পুনঃ মিলন ৫০ নাং

অথ সলাচরণ এবং দ্রমারের চিত্র কাব্য

৫১ সমাপ্তঃ।

জীজীহরিঃ ।

শরণঃ ।



জন্ম বিভূ বিশ্বময়, ভব ভাব দম্ব্য নয়, প্রকাশ্য
প্রণাম তব পায় ।
তোমাতে হে চেনে যেই, ধরাভলে ধন্য সেই,
অনায়াসে ভব পারে যায় ॥
ভূমি বিশ্বময় হরি, সৃজন পালন কারি, সত্ত্ব
রজ ত্রিগুণ ধারক ।
অপার তব মহিমা, বেদে নাহি দিতে সীমা,
মৎস্য রূপে বেদ উদ্ধারক ॥
তোমার নিয়ম ক্রমে, ভূগোল সর্বদা ভ্রমে,
এই আদি স্থির হয়ে থাকে ।
এতক বুঝাও কল, সকলি তোমার কল,
তবু জীব না চেনে তোমাকে ॥
আত্মা রূপে সর্ব ঘটে, তব অবস্থিতি বটে,
ভূমি সকলের মূলাধার ।
তোমার প্রেমের লাগি, শিব হয়ে অনুরাগি,
যোগী বেশ করিলেন সার ॥

অথ গ্রন্থারম্ভঃ	২
অথ হুমারের বিদ্যা শিক্ষা ও উদ্যান বর্জনা	৪ নাং ৫
দত্য কতৃক হুমারীর রূপ বর্জনা ও হুমার হুমারীর দর্শন	৭
অথ হুমারীর অদর্শনে হুমারের খেদ	৯
হুমারীর খেদ ও রাজপুত্রের স্বপ্ন হুমারীকে দর্শন	১১
অথ হুমার কতৃক হুমারীর রূপ বর্জনা	১৫
অথ মন্ত্রী কতৃক হুমারের প্রবোধ	১৬
অথ ব্রজনী বর্জনা ও বসন্ত বর্জনা	১৯ নাং ২৭
অথ বসন্ত আগমনে হুমারীর খেদ	২৯
অথ লুমীর বিরহ ও সখীগণের উক্তি	৩১
অথ হুমারীর সখী সনে উপবনে গমন	৩৩
অথ হুমারের চিনদেশ প্রাপ্ত	৩৪
অথ রাজপুত্রের পত্র প্রেরণ	৩৬
অথ হুমারীর পত্র প্রেরণ	৩৭
অথ হুমারীর পিতার প্রাত পত্র প্রেরণ	৩৮
অথ বিবাহ ও হুমার হুমারীর মিলন	৩৯ নাং ৪১
অথ হুমারের স্বদেশ যাত্রা	৪২
অথ হুমারীর পুরুষ বেশে পতি অনৈষণে যাত্রা	৪৩
অথ লুমির ময়মুন রাজার সহিত সাক্ষাৎ	৪৫
অথ ময়মুন কন্যার সহিত লুমির বিবাহ	৪৬
অথ রাজপুত্রের সহিত পুনর্বার লুমির মিলন	
অথ হুমারের বিরহ ও পুনঃ মিলন	৫০ নাং
অথ সলাচরণ এবং চিত্র কবিতা	
৫১ঃ সমাপ্তঃ	

ত্ৰিভুবনেশ্বৰিঃ

শরণঃ ।



জয় বিভূ বিশ্বময়, ভব ভাব দশ্য নয়, প্রকাশ্য
প্রণাম তব পায় ।
তোমাৰে হে চেনে যেই, ধৰাতলে ধন্য সেই,
অনায়াসে ভব পাৱে যায় ॥
তুমি বিশ্বময় হরি, সৃজন পালন কাৰি, সত্ত্ব
রজ ত্ৰিগুণ ধাৱক ।
অপাৱ তব মহিমা, বেদে নাৱে দিতে সীমা,
মৎস্য ৰূপে বেদ উদ্ধাৱক ॥
তোমাৰ নিয়ম ক্ৰমে, ভূগোল সৰ্বদা ভ্ৰমে,
এহ আদি স্থিৱ হয়ে থাকে ।
এতক বুদ্ধাণ্ড কল, সকলি তোমাৰ কল,
তবু জীব না চেনে তোমাকে ॥
আত্মা ৰূপে সৰ্ব ঘটে, তব অবস্থিতি বটে,
তুমি সকলৰ মূলাধাৰ ।
তোমাৰ প্ৰেমৰ লাগি, শিব হয়ে অনুরাগি,
যোগী বেশ কৰিলেন সাৱ ॥

কেয়ার জিন্মেনের।

ঐশ্বর্যভূঃ।

পারশ্ব নগরে ধাম, উজ্জ্বলি নৃপ নাম,

মহারাজ রসিক সুজন।

ভূপতি আনন্দ মনে, লয়ে পাত্র মিত্রগণে,

রাজকার্য করেন রাজন॥

একদিন রাজ্যেশ্বর, রাজ কার্যে অবশর,

হয়ে গভাসদ প্রতিকর।

কিবা সুখ ছার রাজ্যে, কি সুখ হবে ঐশ্বর্যে,

যার নাহি বংশোত্তে ভনয়।

বিহনে পুত্র ব্রতন, গৃহে কিবা প্রয়োজন,

প্রয়োজন তাহার কানন।

শুনেছি শাস্ত্রেতে কর, পুণ্য নরক হয়,

যেন হেরে পুত্রের বদন॥

এইরূপে নরপতি, অত্যন্ত বিবাদ গতি,

হইলেন পুত্রের কারণ।

অন্তর্যামি নারায়ণ, অন্তরে জানি কারণ,

আকাশ বাণিতে আসি কন॥

না হও কাতর ভূপ, অবিলম্বে অপক্লপ,

সুসন্তান জন্মিবে তোমার।

সুধাকর জিনি ক্লপ, জগতে হবে অনুপ,

ক্ষিতী পূর্ণ হবে যশে তার॥

শুনিয়া আকাশ বাণি, আনন্দিত নৃপমণি,

আকাশ পাইল যেন করে।

ভাসে সুখ পারাবারে, আনন্দ না গারে ধরে,

অপনাবে ধন্যবাদ করে॥

উদ্দেশ্যে পরমেশ্বরে, রায় স্তুতিবাদ করে,
যোড় করে সজল নয়ন ।

জয় নারায়ণ, বিরঞ্চিত বাঞ্ছিত ধন,

ভক্তাধিন ভক্তের জীবন ॥

এ সব বুঝাও কল, গকলি তোমার কল,

চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ আদি তারা ।

তুমি বিশ্বময় হরি, তোমার নিয়ম ধরি,

আকাশোত্তে ভ্রাম্যমাণ তারা ॥

এত স্তুতি করি রায়, উদ্দেশ্যে প্রণামি পায়,

পরে রাজকার্য্যে দেন মন ।

এইরূপে কিছুকাল, রাজ্য পালে মহীপাল,

পালনেতে সুখী প্রজাগণ ॥

সদা আনন্দিত মতি, কতদিনে গন্তবতী,

হৈল রানী ঈশ্বর রূপায় ।

গভীরা যামিনী যোগে, নৃপ সহ সুখ ভোগে,

গন্তবতী হইলেন তায় ॥

ক্রমে গন্ত সুপ্রকাশ, গত হৈল সপ্ত মাস,

সুখে সাধ করেন ভক্ষণ ।

দশমাস দশদিনে, শুভদিন শুভক্ষণে,

প্রশবিল অপূর্ণ নন্দন ॥

পূর বাসী ষত নারী, বায় সব তাড়াতাড়ি,

উথলে আনন্দ পাড়াবার ।

রূপ হেরি বলে মরি, এ রূপ কি কভু হেরি,

জগিয়াছে দমার কি মার ॥

ভূপতি শ্রবণ করে, কহিতেছে মন্ত্রী বরে,

কেয়মার জিল্মেনের ।

শুন মন্ত্রী আমার বচন ।

পুঞ্জের কল্যাণ জন্য, দীনেরে কর অর্দৈন,

বহু ধন করিবতরণ ॥

নৃপতির আজ্ঞা যাহা, মন্ত্রী করিলেন তাহা

দিল। দান যত দুঃখি জনে ।

শ্রীহরিমোহন কর, দিও হরি পদাশ্রয়,

অন্তে যেন না লয় শমনে ॥

দ্রমারের বিদ্যা শিক্ষা ।

পয়ার । হেরিয়া পুঞ্জের মুখ নৃপতি সুধির । নিরানন্দ
গিয়া বহে প্রমাদানন্দ নীর ॥ ক্রমে বাড়াইতেছে অপূর্ণ তনয়
শুরুপক্ষ শশী বৎ হেন জ্ঞান হয় ॥ ছয়মাসে অন্ন রায় দিল।
পুঞ্জ মুখে । কেয়মার জিল্মেন নাম রাখিলেন সুখে ॥ শিশু
যত বাড়ে তত বাড়ে তার রূপ । ত্রিভবনে নাহি হেরি সে
রূপ সরূপ ॥ অপরূপ রূপবান সুশীল সুজন । পুঞ্জে হেরি
হরষিত হইল রাজন ॥ এইরূপে কতক অয়ন গত হয় ।
ক্রমে দ্রমারের যৌবন উদয় । মারি কি লাভ্য তার
অতি চমৎকার । রূপ হেরি রতি পতি মানে পরিহার ॥ বি
কশিত মুখ শশী অমল কমল । স্বর্ণের সমান তার বর্ণ
সমুজ্জ্বল । বিদ্যা দান হেতু পুঞ্জে চিন্তিয়া অন্তরে । পরম
পণ্ডিত এক আনিলা সজ্জরে ॥ সভাসদ মধ্যে যবসি পা
রস্য ঐশ্বর । কহিলা শিক্ষকবরে যোড় করি কর ॥ শুন হে সু
ধিরবররূপা বিতরণে । নানাশাস্ত্রে শিক্ষাদেহ কেয়মরজিল্মেনে
আপন জনয় ভাবে বিদ্যা করি দান । বিনা মূলে কিনে
রাখ ওহে মতিমান ॥ অতপর নরপতি আনিয়ে নন্দন ।
শিক্ষাকরে করে করে সতে সমর্পণ ॥ বুধবর রাজপুঞ্জে

লইয়ে যতনে। শিক্ষা হেতু প্রবেশিল অপূর্ণ উদ্যানে।
রাজার উদ্যান সেই অতি চমৎকার। বর্ণে সে উদ্যান
বর্ণে হেন সাধ্য কার ॥ চতুর্দিকে হারি মানে বর্ণে বর্ণি
বারে। তথাপি কিঞ্চিৎ কহি সাধ্য অনুসারে ॥



অথ উদ্যান বর্ণনা।

কি কব উদ্যান শোভা, অতিশয় মনোমোহা,

বর্ণে তাহা না হয় বর্ণন।

কত ফুল বিকশিত, সুশোভিত সুবাসিত,

হেরিলেতো যুড়ায় নয়ন ॥

মনোহর সরোবরে, হংস হংসি কেলি করে,

কমলিনী শোভা করে তায়।

বৃক্ষ শোভে নানা জাতি, অতি মনোহর ভাতি,

হেরিলেতো অন্তর যুড়ায় ॥

নব তরু পরি, বসি সব সারি,

পিক ছল করে সদা গান।

হেন মনে অনুমান, বুঝি সে উদ্যান খান,

মনজের বিরামের স্থান ॥

বুঝি সে বনের কূলে, ফুলধনু ফুল ভূলে,

গড়ে ফুলময় ফুল ধনু।

ফুলবাণ ধরি বাণ, বিরহীর বধে প্রাণ,

মূর্ত্তিমান তথায় অভনু ॥

মদন আনন্দ মনে, বিরাজিত সে উদ্যানে,

ফুল ধনু করিয়া ধারণ।

পঞ্চশর পঞ্চশর, সংযোগির সখকর,

ক্যোমার জিল্মেনের ।

বিয়েগির সংশয় জীবন ॥

প্রক্ষুটিত পুষ্প কলি, মধু ভ্রমে ভ্রমে অলি,
বুলি পুষ্পাবলি কাছে ।

যার ছঞ্জ শূন্য পায়, তারি ছঞ্জে মধু খায়,
ভাল মন্দ কেবা আরি বাছে ॥

এক্লপ সুখদ বনে, অমার আনন্দ মনে,
সদা পাঠ করে অধ্যয়ন ।

দৈবযোগে এক পরি, উদ্যানে প্রবেশ করি,
রাজ পূজে করিল দর্শন ॥

রূপ হেরি বলে মরি, এক্লপ কি কভু হেরি,
পুন যেন অর অবতার ।

কিবানন মনোহর, রমণীর সুখকর,
শশি সম সুধার আধার ॥

এক্লপ প্রশংসা করি, সে স্থান হইতে পরি,
শূন্য পথে করিল গমন ।

যাইতে পথে, দৈবে এক দৈত্য সাথে,
পথি মধ্যে হৈল দরশন ॥

বিনয়ে দৈত্যেরে কয়, কহে মহাশয়,
কোথা হইতে আসিছ এখন ।

শুনিয়া পারির বাণি, দৈত্য কয় শুন ধনী,
চিন দেশ হইতে আগমন ॥

চিন নগরেতে ধাম, হাতেম নৃপতি নাম,
লুগি নামে তনয়া তাহার ।

তেমন রূপসী আর, ত্রিভুবনে মেলা ভার,
স্তলনা নাহিক তারি আর ॥

অথ দৈত্য কতৃক হুমারীর রূপ বর্জন

ও হুমার হুমারীর দর্শন ।

পয়ার । যখন বিনোদ বেণী বিনায় সেধনী । সাপিনী
 তাপিনী তাপে প্রবেশে মেদিনী ॥ হরস্ব খঞ্জন জিনি নয়ন
 রঞ্জন । নির্যায়েরে বিধি তার কমল নয়ন ॥ লুশিয়ার
 কখনু হেরি পঞ্চ শর । লাজে হর কোপানলে দহে কলে-
 বর ॥ বদন শরসী দল কি দিব উপমা । কোটি চন্দ্র নহে সে
 বালার মুখ সমা ॥ তিলফুল জিনি নাসা তাহে রসকনি
 হুগল অবণে শোভে উত্তমা ত্রিবলী ॥ কমল কলিকা সম
 পয়োধর তার । বিদ্যুৎ সমান হাসি অতি চমৎকার ॥ ক-
 মল নয়ন মধ্য কটাক্ষের শর । পুরুষ প্রকৃতি আদি
 হয় জ্বর ॥ চকিতে হরয়ে চিত সুচারু বদনী । সিংহ
 গ্রীবা গজকঙ্কা মরাল গামিনী ॥ গুরুতর নিতম্ব অধিক
 ভার ধরে । ক্ষীণ কোটি ঈশদুহিত নয়ন উপরে ॥ রাম
 ব্রজা জিনিয়া যুগল উরু দেখ । নাভি সরোবর তটে কাম
 ছপ শেষ ॥ বাহার পরশে কাম পুরায় কামনা । নব লোমা
 বলী তার চৌদিকে শোভনা ॥ নবীন ঘোড়শী বাগ
 করিয়াছে পণ । পুরুষের সহ না করিবে আলাপন ॥
 পরি কহে কিবা রূপ করিলে বর্জন । ততোধিক রূপ
 এক পুরুষ রতন ॥ উজিরালী নৃপতির উদ্যান ভিতর ।
 শাস্ত্র অধ্যয়নে আছে সেই গুণাকর ॥ অপকৃপ রূপবান
 সেই মহাশয় । তার কাছে তব লুশিয়ার রূপ নয় ॥ দৈত্য
 কহে সেধনীর রূপ অপকৃপ । তার কাছে তার রূপ হইবে
 বিরূপ ॥ এইরূপে শূন্যে ছন্দ হয় দুই জনে । পরে পরি
 কহে দৈত্য বিনয় বচনে ॥ গুনং দৈত্যরাজ বচন আমার

ত্রিভবনে কোন কার্য অসাধ্য তোমার ॥ চিন দেশে এই
 ক্রমে করিয়া গমন । এইখানে কন্যা রত্ন কর আনয়ন
 উভয়েরে একত্রেতে রাখিয়া যতনে । দ্বন্দ্ব নিবারণ করি
 হেরিয়া নয়নে ॥ পরিবচনে দৈত্য স্বীকার করিয়া । আব
 লয়ে চিন দেশে উত্তরিল গিয়া ॥ গুণে হইল যবে অর্দ্ধেক
 যামিনী । সে সময় দৈত্যরাজ হরিল কামিনী ॥ ভুরায় পরিব
 কাছে আসি উত্তরিল । এই লহ বলি রাজ কন্যা সমর্পিল ॥
 যে গৃহেতে রাজপুত্র শয়নে আছিল । লুশিরে লইয়ে
 পারি তথায় রাখিল ॥ তবু উভয়ের নয়ন বিবাদ ভঞ্জন ।
 বলবাণ করে দোহে দোহাকার পণ ॥ দৈবে আর এক দৈত্য
 শূন্য ভরে যায় । দেখি দুইজনে তবে ডাকিলেক তার ॥
 মধ্যস্থ মানিয়ে দোহে দৈত্য প্রতি কয় । এ দোহার মধ্যে
 কেবা রূপবান হয় ॥ বিচার করিয়া কর বিবাদ ভঞ্জন । এই
 মাত্র তব শ্রীচরণে নিবেদন ॥ এতশুনি দৈত্য কয় এ বড়
 বিষম । উভয়ে সমান রূপ কারে কহি কাম ॥ কিন্তু এক
 কথা আছে শুন দিয়ে মন । যেজন কামুক হবে বিরূপ সে
 জন ॥ এতবলি দৈত্য লুশিয়ায় উঠাইল ॥ যুবরাজে হেরি
 রামা মোহিত হইল ॥ প্রতিজ্ঞা আছিল যার পুরুষের সহ ।
 আলাপন না করিবে সহিবে বিরহ ॥ পুরুষ হেরিয়া তার
 পণ হৈল ভঙ্গ । অন্তরে প্রবল হৈল মদন তরঙ্গ ॥ এক দৃষ্টে
 হেরে রানা পুরুষরতন । বলে মম উপযুক্ত এই মহাজন ॥
 মনে মনে মনমালা বদল করিয়ে । চুম্বন কারল ধনী অনঙ্গ
 প্রতিয়ে ॥ যতনেতে দৈত্য রাজ তারে শোয়াইয়ে । নৃপতি
 দ্বন্দ্বনে পরে দিল উঠাইয়ে ॥ নিদ্রা ত্যজি উঠে বৈসে নবীন

রাজন। পাশেতে হেরিল এক রমণী রতন ॥ তখনি জন্মিল
তার চমৎকার ভাব। বুঝ লোক মদনের কেমন প্রভাব। ধিরে
ধিরে তার কাছে জেয়ে রসময়। হস্তের অঙ্গুরী কারিলেন
বিন্ধনময় ॥ হেরি দৈত্য রাজপু জে করায় শয়ন । প্রস্থান ক
রিল কারি বিবাদ ভঞ্জন । পরে দৈত্য লুসিয়ায় লইয়া যত
নে । রাখিয়া আইল তার নিজ মিকেতনে ॥ অতপর
স্থানান্তরে করিল গমন । শ্রীহরি কহিছে দেখ কি ঘটে এখন ॥



অথ দ্রমারীর অদর্শনে দ্রমারের খেদ ।
প্রভাত হইল নিশি, প্রকাশিল দশ দিশি,
তরুণ অরুণ প্রকাশিত ।
মলয়া সমীর বয়, প্রক্ষুটিত পুষ্পচয়,
দ্রমদিনী জীবনে মুদিত ॥
এমন সময় রায়, উঠে বৈসে বিছানায়,
প্রমদায় দেখিতে না পান ।
করে মুখে হাস্য, অাখিনিরে ভেষে যায়,
অদর্শনে জলে মম প্রাণ ॥
বলে নিদারুণ বিধি, এতোর কেমন বিধি,
দিয়ে নিধি পুন নিলি হয়ে ।
এই যে প্রিয়সী ছিল, হাস্য কোথা গেল,
আর না দেখিতে পাই তারে ॥
আহা মরি হাস্য হাস্য, আর কি পাইব তার,
ভেবে কিছু না পাই উপায় ।

ভুলেছে মন সে রূপে, পাইব তারে কি রূপে,
বিধি হৈল নিদ্রা আশায় ॥

আইস২ প্রাণপ্রিয়ে, প্রাণরাখ দেখা দিবে,
বিরহ অনলে জলে প্রাণ।

কি দোষ পাইয়ে মোর, কাটিলে হে মায়া ডোর
হানিলে হে বিচ্ছেদের বাণ ॥

আহা২ মরি২, পাইয়ে সুন্দরী নারী,
হেলা করি হারাইন তার।

ধিক ধিক রে নয়ন, যুমে হলি অচেতন,
নতুবা কি সে ধম হারায় ॥

নয়ন শত্রু হইলে, প্রাণধনে হারাইলে,
অচেতন হইয়া নিদ্রায়।

এইরূপে রসরায়, কান্দে পাগলের প্রায়,
চক্ষু নীরে বক্ষ ভেসে, জায়, ॥

বলে আহা আহা প্রাণ, হানিয়ে বিচ্ছেদ বাণ,
কেন কেন হৈলে অদর্শন।

ধিক ধিক বিধাতার, কেননে পাইব তার,
বিনে প্রিয়ে দহিছে মদন ॥

কিবানন মনোহর, জিনি কোটি সুধাকর,
শশি সম সোণার বক্সি।

কিবা বক্ষস্থলোপর, সুশোভিত পয়োধর,
হেরিলে যুড়ায় প্রাণ মন ॥

হায় হায় মরি মরি, হেন নারী পরিহরি,
কিবা কাম রাখিয়া জীবন।

বিনে সেই প্রাণ ধন, জীবনে কি প্রয়োজন,
জীবনেতে ত্যজিব জীবন ॥



অথ দমারীর খেদ।

পয়ার। এখানে প্রভাত হৈল সুখের জামিনী। শয্যা
ত্যজি উঠিলেন হাতেম নন্দিনী ॥ পাশেতে না হেরে রামা
পুরুষরতন ॥ বলে বুঝি আজি আমি দেখেছি স্বপন ॥
এতবলি প্রেমময়ী হস্ত পানে চায়। অঙ্গুরীও বিনিময় দেখি
বারে পায় ॥ যেই মাত্র অঙ্গুরীটি নুসনে হেরিল। পঞ্চশর
পঞ্চশর অমনি হানিল ॥ বলে বিধি এ কি তব বিধি নিদা
ক্লণ। কেন রে অবলা ভাগ্যে হইলে বিগুণ ॥ বহু ভাগ্যে
তার সহ হয়েছিল দেখা। হায় কে হরিল মম প্রাণ সখা ॥
এই যে সেজন ছিল পাশেতে আমার। আঁখি মেলি নাহি
হেরি একি চমৎকার ॥ কেবা আনি মম সহ করিল মিলন।
হায় কোথা গেল সে প্রাণরতন ॥ রূপে রমণীয় অতি নবীন
রাজন। রমণী কি প্রাণে বাঁচে হারায় সে ধন ॥ এইরূপ
বিনোদিনী বলিতে। স্বকুলতা মূর্ছাগত হইল আচম্বিতে ॥
দেখি সখীগণ সব ধাইয়া আইল। ধরা হৈতে ধরাধরি করি-
য়া তুলিল ॥ সুশীতল নীর মুখে করিতে প্রদান। মূর্ছা ত্যজি
বিনোদিনী মৌলিল নয়ন ॥ বলে সহি কই মোর সে প্রিয়রতন
সেজন বিহনে মোর নিতান্ত মরণ ॥ এতবাল দীর্ঘ খাস পারি
ত্যাগ করি। নিরবেতে ভূমে বসে রহিল সুন্দরী ॥ দেখিয়া
রামার ভাব ভাবে সখীগণ। বলেন হায় প্রমদায় কি হইল
ঘটন ॥ সখীগণ মেলি সব জিজ্ঞাসে বালায়ে। উত্তর না দেয়

রামা থাকে মৌন ভরে ॥ কেবল বলেন কোথা গেলে প্রিয়জন
 চপলার ন্যায় মোরে দিয়ে দরশন ॥ দেখিয়া বামার ভাব
 যত সহচরী। নিবেদিল আসি সবে যথা দণ্ডধারী ॥ শুনিয়া
 হইল নৃপ হরিষে বিবাদ। বলে হায় বিধি কেন ঘটিলে প্র-
 মাদ ॥ কত কষ্টে পাইয়াছি সে প্রিয় নন্দিনী। তার পীড়া
 শুনি মম স্থির নহে প্রাণী ॥ সবে মাত্র একটি হে নন্দিনী আ-
 মার। পিতা বলে ডাকে মোরে হেন নাহি আর ॥ এত বলি
 যান রায় অন্তর মহলে। দেখিলেন কন্যা বসিয়াছে ভূমি
 তলে ॥ ঝরু ঝরিতেছে কমল নয়ন। কার সঙ্গে নাহি করে
 বাক্য আলাপন ॥ দেখিয়া কন্যার ভাব ভাবে নর রায়। সুখ
 সম বাক্য রাজা কন্যারে সুধায় ॥ কহ মাগো কি দুঃখেতে
 হইয়া দুঃখিতা। বসিয়া আছহ সুখে বইয়া বকিতা ॥ কেন
 হৈলে হেন বিষাদিনী প্রায়। তব মুখ দেখে মাগো বুক ফেটে
 যায় ॥ পিতার বচনে রামা না দেয় উত্তর ॥ মৌনভাবে থাকে
 সদা দুঃখিত অন্তর ॥ দেখিয়া কন্যার ভাব দুঃখেতে রাজন।
 স্নান মুখে বাহিরেতে করিল গমন ॥ এই কথা নগরেতে করি
 ল প্রচার। আরোগ্য করিবে যেন কন্যারে আমার ॥ অ-
 র্দ্ধেক রাজত্ব তারে করিব অর্পণ। আরো পাইবেক সেই
 কন্যা রত্ন ধন ॥ কিন্তু যেনা ছল। করি হেরিবে নন্দিনী। প্রাণ
 দণ্ড হইবেক তাহার তখনি ॥ একুপ প্রচার শুনি কত বৈদ্য
 আইসে। এত তার রোগ নয় ভাল হবে কিসে ॥

অথ রাজ পুত্রের স্বপ্নে দ্রমারীকে দর্শন।

পয়ার। হেথায় নৃপতি সুত প্রিয়সী বিহনে। জ্বরু কলে
 বর মদনের বাণে ॥ বলে হে প্রাণের প্রাণ এ অধীন জনে।

কহন। প্রিয়সী তুমি ত্যজিলে কেমনে ॥ দহিতেছে কলে
বর বিরহ অনলে । তবে শান্ত হই প্রাণ তোমা ধনে
পোলে ॥ এতবলি রসরাজ ছুটিয়ে তখন । ভ্রুটিতে প্রবেশ
করে যথা পুষ্প বন ॥ তথায় যাইয়ে আর বিপদ ঘটি
ল । পঞ্চশর পঞ্চশর অমনি হানিল ॥ আছল হইয়া ধির
মদনের শরে । স্থানে প্রিয়সীর অনৈষণ করে ॥ বৃক্ষ
গণে হেরি বলে নৃপতি নন্দন । দেখেছ কি এই পথে
মম প্রাণধন ॥ দেখেথাক বলে দেহ করি হে মিনতি ।
দহিছে বিরহে প্রাণ বিনা সে যুবতী ॥ প্রিয়ারে না পেয়ে
রায় ভাবিতে লাগিল । অচেতনে ধরাপরে শয়ন করিল
অচেতনে ধরাশনে শুয়ে যুবরায় । স্বপনেতে প্রিয়সীরে
দেখিবারে পায় ॥ যেন সেই প্রাণ প্রিয়ে নিকটে আসি
য়ে । সুমধুর ভাষে ভাষে আদর করিয়ে ॥ কত নিদ্রা
যাও আর ওহে রসময় । কেন অবলারে হইলে নিদ
য় ॥ আর কত নিদ্রা যাও বসোহে উঠিয়ে ॥ ডাকিতেছে
অভাগিনী কাতরা হইয়ে ॥ কেন হে নিরব হৈলে উত্তর
না দেও । উঠ উঠ প্রাণনাথ মোর মাথা খাও ॥ তৎক্ষণাৎ
যুবরাজ পাইয়ে চেতন । ইতস্তত করে প্রিয়সীর অনৈষণ
বন মাঝে প্রিয়সীরে দেখিতে না পায় ; বিরহ অনলে জ্বলে
করে হায় ॥ এই যে হে ছিলে প্রাণ হৃদয়ে আমার । হায়
কোথা গেলে করিয়া আশার । এই যে শুনিনু তব মধুর বচন
এই যে হেরিনু তব সুধাংশু বদন । এই যে হে নাথ বাঁসি আ
মাকে ডাকিলে । হৃদি হৈতে তবে কেন অন্তর হইলে ॥
কোথা হে প্রিয়সী মম হৃদয় রতন । তোমা না পাইলে মন

নিতাস্ত মরণ ॥ এ নয়ন চকোর ও মুখ পূর্ণ শশি ॥ না হেরি
 কেমনে রব কহনা প্রিয়সী ॥ বলিতে রায় হয়ে অচেতন ।
 খরায় ভুরায় পুন করিল শয়ন ॥ হুমারের অনুচর ছিল যত
 জন । হেরি হুমারের ভাব বিবাদিত মন ॥ ভুরায় আসিয়ে
 তারা তুলি লয়ে কোলে । সুশ্রীতল জল দেয় বদন কমলে ॥
 কতক্ষণে পেয়ে জ্ঞান নবীন রাজন । ভাবিনীর রূপ ভাবি
 করেন রোদন ॥ নিরীক্ষিয়ে যুবরাজে যত অনুচর । নিবেদি-
 ল আগি সব যথা দণ্ডধর ॥ মহারাজ যুবরাজ উদ্যান ভিত-
 রে । নাহি জানি কারু তরে ভালে আঁখি নীরে ॥ সর্বদা ব-
 লেন কোথা গেলে প্রাণ প্রিয়ে । চপলার ন্যায় মোরে দরশন
 দিবে ॥ শুনিয়া নৃপতি অতি ভাবিত হইল । বুঝিলা নন্দন
 মম প্রেমেতে মজিল ॥ বুঝাইতে হুমারে ববিধ প্রকারে ।
 পাঠাইল অমারে হুমার গোচরে ॥ প্রাড্বিবাক আসি
 করি হুমারে দর্শন । বুঝিলা নিতাস্ত এর পিরীতি লক্ষণ
 সস্ত্রী কহে যুবরাজ একি ভাব হেরি । কি ভাবে এ ভাব ভব
 হলো আহা মরি ॥ কি কারণে মুখ পদ্ম সুখাইয়ে গেছে ।
 কমল নয়নে কেন বারি বহিতেছে ॥ কার ভাবে এ ভাবেতে
 অরণ্যেতে আসি । ভাসিতেছ আঁখি নীরে ভাবিতেছ বসি
 কান্দিয়ে হুমার কয় শুন মন্ত্রীবর । আমার দুঃখের কথা
 কহিতে বিস্তর ॥ গত নিশি আছিলাম শয়্যায় শয়নে ।
 নিদ্রা ভঙ্গে এক নারী হেরিনু নয়নে ॥ স্বর্ভাসুরী বিনি
 স্রয় করিনু যখন । নিদ্রা আসি নেত্র সহ মিলিল তখন ।
 পুন নিদ্রাভঙ্গে আর না পাই দেখিতে । কোথা গেল
 কে হরিল না পারি বুঝিতে ॥ মন প্রাণ হয়ে লয়ে সে নব

জলনা । চলিয়া গিয়াছে মোরে করিয়া ছলনা ॥ কি কব
কুপের কথা না দেখি তেমন । তারে না পাইলে মোর
নিশ্চয় মরণ ॥

দ্রমার কতৃক দ্রমারীর রূপ বস্তুন ।

পয়ার । নবঘন হোরি চারু চিত্র সূন্দর । মনদুঃখে বসি
ছলে কান্দে নিরন্তর ॥ নির্দি ইন্দীবর তার নয়নের
শোভা । অভিশয় রমণীয় মম মন লোভা ॥ জ্বর শুলনা
তার হলোনা বলিয়ে । খেদে মার মরেগেছে ভাবিয়ে
জিনিয়া সুপক্ক বিষ গুণ্ঠাধর তার । গিধিনী গঞ্জিত শ্রান্তি
অতি চমৎকার ॥ সে মুখের হাসি দেখি লাজেতে চপলা
তদবধি মন দুঃখে হইল চঞ্চলা ॥ কমল কলিকা সম স্ত-
নের গঠন । তদুপরি হারাবলী অতি সুশোভন ॥ ভূজদ্বয়
হেরে তার বিধাতা অচিরে । পদ্যমালা ডুবাইয়ে রাখি
লেক নীরে ॥ সে ধনীর কটি হেরি লাজে পশুরাজ । বি-
জন বিপোনে থাকে মনে পেয়ে লাজ ॥ লাবণ্য সমান
স্বস্তু হলোনা বলিয়ে । মন দুঃখে অগ্নি মধ্যে প্রবেশিল
গিয়ে ॥ বলিতে থির ভাবিয়ে আকাশ । ভূমিতলে পতি-
লেন ছাড়ি দীর্ঘশ্বাস ॥ কণ পরে যুবরাজ পাইয়ে চেতন
হাস্য করি শেষে করয়ে রোদন ॥ বলে কোথা প্রাণপ্রিয়ে
দেহ দরশন । তোমার বিহনে শূন্য দেখি ত্রিভুবন ॥
এই কি তোমার মনে ছিল প্রাণ প্রিয়ে । পলাইলে একে
বারে বিরহে ভাষায়ে ॥ এক্রূপ দ্রমার অতি হইয়া কাত
র । করিল বিস্তর খেদ কহিতে বিস্তর ॥ দেখি দ্রমারের
ভাব মজ্রী বিচক্ষণ । নারী নিন্দা ছলে কিছু যুবরাজে

কন ॥ বহু গুণালয় তনি সুবুদ্ধি শেখর । একমুখি কি তব
 যোগ্য ওহে গুণাকর ॥ তব সম নাহি হেরি জ্ঞানে জ্ঞান
 বান । তুচ্ছ নারী প্রেমে মজি হারাইলে জ্ঞান । বিশেষত
 স্বপনে করেছ দরশন । নাম খাম নাহি জান হইবে কে
 মন ॥ পাঁপিনী রমণী যেমো নাগিনী বিশেষ । প্রাণ দিয়ে
 প্রাণ নিয়ে পারে দেয় ক্লেশ ॥ তাই বলি যুবরাজ থাক
 ধৈর্য ধরে । মিছা কেন ক্লেশ পাও রমণীর তরে ॥ কহি
 এক ইতিহাস অতি চমৎকার । শুনিলে মনেতে তব জ
 ন্মিবে বিকার ॥

পয়ার । শুন যুবরাজ এক গল্প পুরাতন । পূর্বেতে
 আরবে এক ছিলেন রাজন ॥ আছিলেন মহারাজ বহু
 গুণযুত । সাহারিয়ার সাহারজান নামে দুই সূত ॥ জ্যেষ্ঠ
 পুত্রে নিজ রাজ্য করি সমর্পণ । তনু ত্যজে গেল
 রায় অমর ভুবন ॥ সাহারিয়ার বসি পিতৃ দত্ত সিংহাসনে
 প্রজার পালন করে আনন্দিত মনে ॥ অনুজে করিয়া
 রাজ্য তাতার প্রদেশে । সাহারিয়ার নিজ রাজ্য পালেন
 হরিষে ॥ কতদিনে দোহে বিভা করে দুই নারী । রূপের
 তুলনা তার দিতে নাহি পারি ॥ পরমা সুন্দরী দুই
 রাজসিমন্তিনী । পতিপ্রাণা হলবতী পতি মোহাগিনী ॥
 সাহারিয়ার নিজ প্রাণ প্রিয়সীর সহ । মুখে কৌতুকেতে
 রহে অহরহ ॥ আমোদ প্রমোদ করি সে প্রমোদা সঙ্গে
 নিরন্তর ভাবে রায় সুখের তরঙ্গে ॥ এমনি প্রেমোতে মত্ত
 নৃপতি হইল । অন্তরেতে অনুজেরে অন্তর করিল ॥ তুচ্ছ
 নারী প্রেমে মত্ত হইয়া রাজন । প্রাণ তুল্য সহোদরে

হঁন বিশ্বরণ ॥ এইরূপে কিছু দিন সুখেতে বিহরে ।
 দৈব এক দিন অনুজেরে মনে পড়ে ॥ বলে মম মম
 ঠাণি ত্রিভুবনে নাই । নারী পেয়ে ভুলিয়াছি প্রাণ্ডল্য
 ভাই । নাজানি কেমন আছে প্রাণের দোষর । না দেখি
 তাহার মুখ জীবন কাতর ॥ এতবলি মন্ত্রীবরে ডাকেয়া
 তখন । জ্ঞাত করাইল তারে সব বিবরণ ॥ মম স্তল্য
 পাষণ নাহিক ত্রিভুবনে । প্রাণের অনুজ ভুলে রয়েছি
 কেমনে ॥ অতএব মন্ত্রী তুমি সেখানে যাইয়া । সজ্জেকরি
 অনুজেরে আসিবে লইয়া ॥ শীঘ্র যাহ মন্ত্রী আর বিল
 য করনা । তাহার বিরহ আর প্রাণেতে সহেনা ॥ পাই
 য়া রাজার আজ্ঞা মন্ত্রী বিচক্ষণ । সাহারজানে আনিবারে
 কারিল গমন ॥ তাতার প্রদেশে কত দিনে উত্তরিল । ভু
 পতির সহ যায়ে সাক্ষাৎ করিল ॥ মন্ত্রীবে দেখিয়া রায়
 পরম হার্ষে । সমাদরে মন্ত্রীবরে বসাইল পাশে ॥ নিক
 টেতে আদরেতে বসাইয়া রায় । ভায়ের দ্রশল সব জিজ্ঞা
 সেন তার ॥ মন্ত্রী কয় শুনঃ নবিন রাজন । কৃপাকর কৃ
 পায় দ্রশল সর্গজন ॥ তোমার দ্রশল বল ওহে রাজ্য
 খর । তোমাবিনে তব ভ্রাতা অত্যন্ত কাতর ॥ পাঠায়
 দিয়াছে মোরে তোমারে লইতে । চলঃ মহারাজ আরব
 দেশেতে ॥ মন্ত্রীরে কহেন রায় মধুর বচনে । দ্রশলেতে
 আছি প্রাণে আছে সর্গজনে ॥ কিছু দিন হেথা তব থা
 কিতে হইবে । যদবধি রাজকাষ্য নিকেশ না হবে ॥ পরে
 পাশ্রে রাজ্যভার করি সমাপণ । তর সহ আরবেয়ত ক

রিব'গমন ॥ যাইব কহিলা সত্য নবিন রাজন । কিন্তু প্রি
 যসীর জন্য মন উচাটন ॥ এগনি প্রেমতে মত্ত উভয়ের
 মন । পলকেই হয় প্রসন্ন যেমন ॥ ভাবে রায় একি দা
 হইল আমায় । কেমনে যাইব আমি তেজিয়া প্রিয়ায় ॥
 বিশেষতঃ সহোদর ডাকিয়াছে মোরে । তার আন্তা হেলন
 করিব কি প্রকারে ॥ দুইমতে বিপরিত হইল আমার ।
 দায়েতে যেমন হয় ভ্রমড়া সংহার ॥ যাহাহক আরবেতে
 যাইতে হইবে । আমার বিচ্ছেদ প্রিয়ে কেমনে সহিবে ॥
 ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলেন মনে । যাইব আরবে সহো
 দর দরশনে ॥ মন্ত্রীবারে রাজকাষ্য করি সমার্পণ । যাই
 বারে করিলেন দিন নিরূপণ ॥ প্রিয়সী নিকটে গিয়া সবি
 নয়ে রায় । কহে ওহে প্রাণ দেহ বিদায় আমায় ॥ আর
 বেতে যাব আর ব্রবনা ॥ ভ্রাতা দরশনে মনে হয়েছে বা
 সনা ॥ শুনিয়া নাথের ধ্বনি সিঁহারিয়া ধনী । বলে কি কহি
 লা ওহে কান্ত গুণমনি ॥ এমন কঠিন প্রাণ হইয়াছ কবে
 স্বরূপ বচনে নাথ এ অধিনে কবে ॥ আমারে ত্যজিয়া
 যদি যাবে গুণমনি । তেঁহার বিহনে হব সদা অনাথিনী
 একান্ত হে প্রাণকান্ত পুণ বাচিবেনা । কওনা নাথ ও
 কথা কওনা ॥ তোমার বিহনে পুণ মনজের শর । পো
 ডায়ের করিবে খাক হেন কলেবর ॥ মলয়া অনিল তাহে
 হয়ে অর চর । জালাতন করিবেহে গুণ পুণেশ্বর ॥ পুস
 সীর খেদেতে খেদিত যুবরায় । সুমিষ্ট বচনে শাস্ত করে
 ন প্রিয়ায় ॥ পুসসীর কর রায় করিয়া ধারণ । ধিরে
 কহে রায় চুম্বিয়া বদন ॥ মিছে কেন ভাবীতেছ ওহে পুণা

ধিকা, তব সমা কেবা আছে স্বাধীন ভতূকা ॥ এত বলি প্রি-
য়সীর চুয়িয়া অধর । বিদায় হইয়া তবে যান গুণাকর ॥
গীতাকারি সে দিবস বাহিরে রহিল । শ্রীহরিমোহনে কম
রজনী আইল ॥ ৪০৪ ॥ ৪০৪ ॥



অথ রজনী বস্তুন ।*

সূর্যদেব অন্তগত, দায়ংকাল উপস্থিত,
বাস বৃক্ষে ধায় পক্ষীগণে।
স্বজনের হাস দেখি, কমল হইয়া দুঃখী,
হইলেন মুদিত জীবনে ॥
দিবাকর করানল, ক্রমে হইয়া প্রবল,
ত্রিভুবন দগ্ধ করেছিল।
পরে মন্দ সমীরণ, দিনান্তে করে বহন,
শাস্ত করে তাপিত ভূতল ॥
প্রকাশি শীতল কর, সুউদিত সুধাকর,
সুধা রাশি করে বরিষণ।
হেরি রায় পূৰ্ণ শশি, মনেতে উদয় আশি,
প্রিয়সীর পূৰ্ণ চন্দ্রানন ॥
প্রিয়সীর ভাব স্মরি, উঠিলেন তুরাকারি,
যাইবারে প্রিয়সী গোচর।
প্রেমেতে হয়ে আবেশ, অন্তরে করি প্রবেশ,
আশ্রয় হেরিল গুণাকর ॥
আলোতে পরিপূরিত, গৃহ সব আমোদিত,
হইয়াছে গোলাপ আভরে।

আশ্চর্য দেখিয়া কাষ, উপনীত যুবরাজ,
ধিরে আপন মন্দিরে ॥

দেখে নিজ প্রিয়সীরে, উপপত্তি ছুদি পরে,
অচৈতন্য হইয়া নিদ্রায় ।

হেরি এইরূপ সব, মহারাজ যেন শব,
বলে ভ্রান্ত হলো কি আমায় ॥

প্রাণ তুল্য আমি যার, এ কর্ম কি যোগ্য তার,
প্রাণেশ্বর দিতে মনো দুঃখ ।

আমি জানি সে ললনা, নাহি জানে আমা বিনা,
বিধাতা কি হইবে বৈমুখ ॥

এতবলি রসরায়, স্থির নেত্রে দেখি তার,
ক্রোধে হলো অগ্নির সমান ।

অতপর মহীপাল, করে ধরি করবাল,
কাটিয়া করিল খান ॥

পরে দুই শব লরে, অশানেতে ফেলাইয়া,
মন্ত্রী কাছে আইলা রাজন ।

প্রভাতা হলো যামিনী, সুউদিত দিনমণি,
আরবেতে করিলা গমন ॥

পর্যায় । চিন্তামুক্ত রাজপুত্র করেন গমন । সুস্থির না হয়
চিত্ত প্রিয়সী কারণ ॥ মনোগত মন্ত্রণা না প্রকাশ সুধীর ।
সর্বদা বিরম্ব থাকে পরাণ অস্থির ॥ এইরূপে মন্ত্রী সহ যায়
গুণাকর । কত দিনে পাইলেক আরব নগর ॥ দূত গিয়ে
ভূপতিরে দিল সমাচার । শুনি উখলিল তার সুখ পায়াবার
সভাসদ গণ সহ হয়ে অগ্রসর । গৃহেতে আনিল রায় নিজ

সহোদর ॥ দ্রশ্যল সংবাদ ভায় জিজ্ঞাসে রাজন । ভালমতে
 অনুজ না করে আলাপন ॥ প্রিয়সী কারণ তার পরাণ দহি-
 ছে । ভাল নাহি লাগে যাহা নৃপতি কহিছে ॥ রমণী লাগিয়া
 তার কাতর জীবন । তৎকালে কি লাগে ভাল মিষ্ট আলা-
 পন ॥ দেখিয়া ভায়ের ভাব বিস্ময় রাজন । বলে কেন দেখি
 হেন বিরষ বদন ॥ কি ভাবে এ ভাব হলো না পারি বুঝি-
 তে । ভাবিত আছয়ে বুঝি প্রিয়সী ভাবেতে ॥ আনয়ন
 করি রায় বারাজনা গণ । পাঠাইলা অনুজের যুড়াতে জীবন
 তথাপি সে ভাব তার না হয় অন্তর । প্রিয়সীর বিরহেতে
 অধিক কাতর ॥ এইরূপে নৃপ বহু উপায় করিল । সুস্থ
 হওয়া দূরে থাকুক দ্বিগুণ বাড়িল ॥ একদিন মহারাজ করিল
 মনন । মৃগয়াতে অরণ্যেতে করিব গমন ॥ তা হৈলে ভে-
 য়ের মন প্রফুল্ল হইবে । অন্তরের দুঃখ তার অন্তরেতে যাবে
 এইরূপে বিবেচনা করিয়া রাজন । আজ্ঞাদিলা সৈন্যগণে
 সাজিতে তখন ॥ মৃগয়ার বেশ ভূষা করি গুণাকর । উপনী
 ত হলো আসি যথা সহোদর ॥ বলে ভাই চল যাই মৃগ
 অন্যেষণে । একান্ত বাসনা মম হইয়াছে মনে ॥ গুনিয়া
 জ্যেষ্ঠের বাণি সাহারজান কর । মৃগয়াতে যেতে মম ইচ্ছা
 নাহি হয় ॥ মহারাজ নিবেদন তব চরণেতে । আপনি স্বয়ং
 জ্ঞান মৃগয়া করিতে ॥ এতশুনি মনোদুঃখে আরব রাজন ।
 মৃগ অন্যেষণে বনে করিল গমন ॥ হেথায় ভবনে থাকি রা-
 জার নন্দন । সদা মন উচাটন প্রিয়সী কারণ । কিছুতে না
 পান সুখ সদা প্রাণ পোড়ে । মনদুঃখে দাড়াইলেন গবা-
 ক্ষের দ্বারে ॥ অন্তর মহল তথা হৈতে দেখা যায় । স্নানমুখে

মনদুঃখে বসিলা তথায় ॥ দিবা অবশান হৈল আইল গামি
 নী । ত্রিভুবন ব্যাপেন আগিয়ে তমস্বিনী ॥ হেনকাণ্ডে ।
 সখী সহ রাজ সিমন্তিনী । নানা বেশ ভূষা করি দ্রবঙ্গ নয়নী
 সখীগণ সঙ্গে রঙ্গে অনঙ্গে মাতিয়ে । বাঢ়ি অন্তঃপাতি বনে
 প্রবেশিল গিয়ে ॥ হেনকালে আইল মোগল দশজন । দশ
 সখী লয়ে তারা করিল গমন ॥ একাকিনী রাজরাণী তথায়
 রহিল । মছল বলি করতালি দিল ॥ তৎক্ষণাৎ আইল তথা
 দৈত্য একজন । হেরিয়া মহিষী অতি আনন্দিত মন ॥
 প্রেমাবেশে হেসে নাগরী নাগরে । মন সাধ পূরে ভাসে
 সুখের সাগরে ॥ প্রাণেশেরে পেয়ে কোলে বামা ছুঁই মন ।
 তখনি মনজ রসে মজাইল মন ॥ প্রেমের আবেশে দৌড়ে
 উলঙ্গ হইয়ে । করেন অনঙ্গ খেলা অনঙ্গে মাতিয়ে ॥ প্রেমা
 বেশে বিনোদিনী কাঁপিয়ে ২ । প্রাণকান্তে ধরে ধীরে চাপিয়ে
 চাপিয়ে ॥ হেরি সাহারজান হলো প্রফুল্ল বদন । আপনি
 প্রবোধ দেয় মনেরে তখন ॥ সংসারের রিতি এই আছে
 পূর্ক্সাপরে । মিছা কেন তনু কালি করি নারী তরে ॥ মনের
 যে দুঃখ তার অন্তর হইল । নিত্য সুখ আসি তারে কোলেতে
 করিল ॥ হেনকালে সাহারিওর মৃগয়া হইতে । উপনীত
 হলো আসি নিজ আলয়েতে ॥ ভারের প্রফুল্ল দেখি প্রফুল্ল
 হইল । মনের বেদন তার সব দূরে গেল ॥ অনুজ্ঞে জিজ্ঞাসে
 রায় সুমধুর স্বরে । ইহার বৃত্তান্ত ভাই কহিবে আমারে ॥
 পূর্ক্সেতে আছিলে তুমি মৌন অতিশয় । অকস্মাৎ দেখি
 কিসে প্রফুল্ল হৃদয় ॥ যুবরাজ কহে শুন ওহে নররায় । প্রফুল্ল

হইল মন ঈশ্বর রূপায় ॥ নূপ কন প্রবঞ্চনা কর কি কারণে।
নিষ্ঠারিয়ে কহ ভাই শুনিব অবণে।

শুন গুণো মহারাজ ২। আশ্চর্য দেখিলাম আমি রমণীর
কাষণ। যবে হেথা আমি আসি ২। সে সময় পড়ে মনে
প্রিয়া মুখ শশী ॥ যাই দেখিতে প্রিয়ায় ২। দেখি উপপতি
হৃদে গুয়ে নিদ্রা যায় ॥ হয়ে ক্রোধে হতাশন ২। অসী ধরি
উভয়ের কাটিয়ে তখন ॥ শব শশানে ফেলায়ে ২। মন্ত্রী
সঙ্গে মন দুঃখে এলেম চলিয়ে ॥ মম তদবধি মন ২। প্রফ
লিত নাহি হয় সদা উচাটন ॥ মম প্রিয়সীর দায় ২। তোমার
উপায় যত হলো নিরুপায় ২। তুমি মৃগয়াতে যেতে ২। একুপ
তব প্রিয়ে দৈত্যের সহিতে ॥ প্রেম ঢলাঢল হয়ে ২। করিলা
মনজ লীলা মনজে মাতিয়ে ॥ তাই প্রফুল্ল হইন ২। সংসা
রের এই ব্রীতি মনেতে ভাবিনু ॥ শুনি নবীন রাজন ২।
বিস্ময় হইয়া কয় অনুজে তখন ॥ যদি পার দেখাইতে ২।
চিরদিন বন্দি রব তোমার গুণেতে ॥ যদি তাহা নাই পার ২।
অবিলম্বে পাঠাইব শমন নগর ॥ শুনি সাহসারজান কয় ২।
অবশ্য তোমারে দেখাইব মহাশয় ॥ কর মৃগয়ার ছল ২।
তবে সে দেখিতে পাবে রমণীর কল ॥ শুনি নবীন রাজন ২।
নারী ব্রীতি দেখিবারে হইল মনন ॥ ছল করি মৃগয়ার ২। লু
কায়ে রহিল ঘরে না বাইল আর ॥ গবাক্ষের দ্বারে গিয়ে ২।
নিম্নকোণে দোহে তথা রহিল দাড়ায়ে ॥ হলো নিশী আগ
মন ২। উদ্যানে আইল রাণী সহ সখীগণ ॥ কাসে অধৈর্য
হইয়ে ২। করিলেন রক্ত রস নাগরে লইয়ে ॥ এত দেখিয়ে
রাজন ২। সে নিশী অসুখে রায় করিল বঞ্চন ॥ প্রাতে উঠিয়া

ভূপাল প্রাতে উঠিয়া ভূপাল। দুই আঁখি রাজ্য যেন কা
 লান্তের কাল ॥ করে করবাল ধরি২। কাটিল রাণীরে আর
 দশ সহচরী ॥ কহে অনুজের প্রতি২। চল ভাই বনে যাই
 গৃহে নাই মতি ॥ ছার রমণী বদন২। প্রতিজ্ঞা করিনু না হে
 রিব কদাচন ॥ আতি কঠিন পরাণ২। ত্রিভুবনে নাহি হেরি
 রমণী সমান ॥ হরি পুরুষের মন২। ফেলায়ে কামের কুপে
 বধয়ে জীবন ॥ ছার নারী নাহি চাই২। চল বনে নিত্য ধনে
 আরাধিব ভাই ॥ শূনি সাহারজান কয়২। নারী প্রতি এত
 দ্বেষ কেন কেন মহাশয় ॥ সংসারের এই রীতি২। প্রত্যেক
 নারীর আছে দুই পতি ॥ শূনি কহিছে রাজন২। অজ্ঞান
 বালক তুমি না জান কারণ ॥ মনহয়েছে উদাস২। পাপিনী
 নারীর প্রেমে আর নাহি আশ ॥ জাব অরণ্যে চলিয়ে২।
 তুমি নহে থাক ভাই রমণী লইয়ে ॥ গৃহে রবনা রবনা২।
 পাপী নারীর প্রেমে আর মজিবন ॥ শূনি ভায়ের উত্তর২।
 মদু স্বরে কহে রায় ঘোড় করি কর ॥ মহারাজ নিবেদন২।
 আমাদের সম যদি পাই কোনজন ॥ তবে আসিবে ভবন২
 একুপ প্রতিজ্ঞা আগে করহ রাজন ॥ শূনি অনুজের বাণি২
 তখনি প্রতিজ্ঞা করিলেন দণ্ডপানি ॥ রাজ্য মন্ত্রীবরে দিয়ৈ২
 অরণ্যেতে প্রবেশিল স্বরাজ্য ত্যজিয়ে ॥

মান মুখে দুইজনে চড়ি দুই হয়। প্রিয়ার প্রেমের
 দায় দেশান্তরি হয় ॥ নানা বন বনান্তর এড়াইল রক্তে।
 পথের দোসর মাত্র সহোদর সঙ্গ ॥ মনলোভা বনশোভা
 দেখিতে সুন্দর। নানাবিধ বৃক্ষ শোভে অতি মনোহ
 র ॥ বৃক্ষের ছায়ায় ঢাকে রবির কিরণ। দিবা নিশি ত

খায়না হয় নিরূপণ ॥ বনে২ যার দোহে স্মরিয়া ঈশ্বরে
কর্তৃদানে উপন্যস্ত বারিধির তীরে ॥ উত্তাল তরঙ্গ দেখি
উড়িল জীবন । নিদাগের মেঘ সম করিছে গজ্জন ॥ হেন
কালে অন্তাচলে চলে দিনমণি । ভিমির বসন পরি
আইল রজনী ॥ এক বৃক্ষ মূলে হয় করিয়ে বন্ধন । প্রাণ
ভয়ে বৃক্ষোপরি উঠিল দুজন ॥ কণেক সময় পরে দেখিতে
দেখিতে । অনলের শিখা ওঠে সমুদ্র হইতে ॥ তাহা
হৈতে এক দৈত্য উঠিল ভুরায় । ভয়ঙ্কর বেশ এক
সিন্দুক মাথায় । ধিরে২ আসি দৈত্য সেই বৃক্ষ মূলে ।
সিন্দুক রাখিয়া তথা বৈসে দ্রুতহলে ॥ কণেক সময় পরে
সিন্দুক খুলিল । তাহা হইতে এক নারী বাহির হইল ॥
নবীনা ষোড়শী বামা অন্তলনা রূপ । ত্রিভুবনে নাহি
হৌরি সেরূপ স্বরূপ ॥ সুধাকর জিনি তার সুধাংশু বদন
দ্রবঙ্গ খঞ্জন জিনি নয়ন রঞ্জন ॥ অতপর সুধাপান করি
দৈত্যরায় । নিদ্রায় অবশ হয়ে পড়েন ধরায় ॥ অচৈত
ন্য দৈত্যরাজে নিরীক্ষণ করি । ইতস্তত স্থানে স্থানে
ভ্রমেণ সুন্দরী ॥ ভ্রমিতে২ ধনী বৃক্ষপানে চায় । অকস্মাৎ
রাজ পুঞ্জে দেখিবারে পায় ॥ আদ্রল হইল ধীরে মদনের
শরে । ঝর ঝর স্বাদ ঝরে স্বস্মরিতে নায়ে ॥ মদনে
মাতিয়ে কহে দুজনীর প্রতি । দহিছে অনঙ্গে অঙ্গ বাঁচাও
যুবতী ॥ গুনিয়া বালার বাণি হইল অবাক । থর থর
কাঁপে অঙ্গ নাহি শরে বাক ॥ পুনর্বার কহে বালা দুজ
নে তখন । শীঘ্র আইস নহে দৈত্য বধিবে জীবন ॥

প্রাণ ভয়ে দোহে আসি রমণীর পাশে । সুমধুর ভাষে
 রমণীর প্রতি ভাবে ॥ এমন রমণী তুমি না মেলে
 না । কি হেতু এ দৈত্য গ্রহ স্বরূপ বলনা ॥ গুনিয়া যুবতা
 কয় শুন যুববর । আমার দুঃখের কথা কহিতে বিস্তর ॥
 পঞ্চম বৎসর মম বয়স যখন । দুরাশয় দৈত্য মোরে ক
 রিল হরণ ॥ লৌকের মুখেতে শুনি অবিশ্বাসি নারী ।
 সিন্দুক মধ্যেতে মোরে রাখি যত্নকরি ॥ আমি কহি
 লাম শুন দৈত্য মহাশয় । রমণীরে কষ্ট দেওয়া উচিত
 না হয় ॥ দৈত্য কয় শুন ধনী তার বিবরণ । গুনিয়াছি
 অবিশ্বাসি রমণীর মন ॥ উপপতি তোমারে হে করিতে
 না দিব । সিন্দুকেতে যতনেতে সর্বদা রাখিব ॥ গুনিয়া
 দৈত্যের বাণি কহিলাম তায় । আমি যদি মনে করি কে
 রাখি আশ্রয় ॥ সিন্দুক মধ্যেতে থাকি ওহে দৈত্য প
 তি । একশত অর্ঘ্য করিব হে উপপতি ॥ দৈত্য কাছে
 এই রূপ সত্য বাক্য আছি । একশত ছয় উপপতি
 করিয়াছি ॥ তোমরা দু জন হলে পণপূর্ণ হয় । রাখি
 প্রতিজ্ঞা মম হইয়া সদয় ॥ প্রাণ ভয়ে দুইজনে স্বিকার
 করিল । রমণীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণিত হইল ॥ দু জনার হস্তা
 ঙ্গুরী যতনে লইয়া । দৈত্য কাছে গেল ধনী প্রতিজ্ঞা পূ
 রিয়া ॥ হেনকালে অবশান হলো তমস্বিনী । সুউদিত বি
 তাকর মুদিত পদ্মিনী ॥ নিদ্রা ত্যজি দৈত্যরাজ সত্বরে
 উঠিয়া । যতনেতে প্রিয়সীরে সিন্দুকে পুরিয়া ॥ প্রবেশ
 করিল গিয়া অলপি জীবনে । স্বরাজ্যে আসিল রাজ
 পুত্র দুইজনে ॥ সারী রীতি বিপরীত করিলে শ্রবণ । তাই

পাল রমণীতে নাহি প্রয়োজন ॥ অতএব যুবরাজ থাক
ধর্ম্য ধরে ॥ মিছা কেন দুঃখ পাও রমণীর তরে ॥ যু
বরাজ কহে সভ্য কহিলা সকল । কিন্তু তার প্রমানলে
পরান বিকল ॥ প্রবোধ না মানে মন্ত্রী আমার এমন ।
তার প্রেম পথে সদা করিছে ভ্রমণ ॥ কেমনে পাইব তারে
বলনা উপায় । জলিতেছে প্রাণমন বিরহ জ্বালায় ॥ আর
বুঝি দেহে প্রাণ আমার না রহে । তনু জর জর হলো
যাতনা না সহে ॥ এতবলি মন দুঃখে নবীন রাজন ।
সন্যাসীর বেশ শেষ করেন ধারণ ॥ বলে রাজ্য ধন জনে
নাহি প্রয়োজন । প্রিয়সীরে পাইবারে ভ্রমিব কানন ॥
প্রিয়সীর দায় রায় স্বদেশ ছাড়িল । অনন্তর বনে গিয়ে
প্রবেশ করিল ॥ প্রিয়সীর অনৈষণ করিতে ২ । প্রবেশিল
রসময় দুর্গম বনেতে ॥ এই রূপে বনে ২ যায় রসময়
সরস বসন্ত ঋতু ভুবনে উদয় ॥



অথ বসন্ত বর্ণন ।

কালের প্রধান কাল, আসিয়া বসন্ত কাল,
ধরা পাল হইল ধরায় ।
স্বভাবের ভাব যত, ক্রমে হয়ে অনগত,
অবিরত রাজ গুণ গায় ॥
কোকিল নকিব বেশে, খাইয়া গগণ দেশে,
দেশে দেশে করিছে প্রচার ।
এই সঙ্গরা ধরা, হলো এব-সুখে ভরা,
বসন্ত রাজার অধিকার ॥

ছিল হিম ভীম বেশি, হইয়া পরম ক্লেশি,
ধরাধরে করিল প্রবেশ ।

আর কাৰে করি ভয়, অরি চয় পরাজয়,
সুখময় ভরতের দেশ ॥

ছিল যত দল বল, কাড় বলে করে বল,
হত বল করে পলায়ন ।

ভূপাল হইলে ভুয়া, বিপক্ষ পাইলে যুয়া,
সেনাগণ কোথা করে রণ ॥

মহীতে কামিনী কুল, মোহিতে কামিনী দল,
মুদ্রল হইল সুবিস্তার ।

কুটিল অশোক কুল, খালি বিহীৰ শূল,
কে দিল অশোক নাম তার ॥

শুনিয়া দ্রুত তান, শিকদল করে গান,
শুনিয়া যুড়ায় প্রাণ মন ।

ভ্রমর ভ্রমরী গণ, মধু করি অনেষণ,
নানা কুলে করয়ে ভ্রমণ ॥

নানা বন উপবন, পুষ্পে শোভে তরুগণ,
মল্লিকা মালতী জাতি জুখি ।

অশোক কিংকক চয়, গন্ধরাজ গন্ধ বয়,
সেফালিকা গোলাপ সেউতি ॥

বেল জুঁই হুঁকুতা, চম্পক মাধবীলতা,
দ্রুমুদিনী নীরে প্রকুলিত ।

পুন্নাগ ব্রহ্মন গঁদা, চামেলি রজনীগন্ধা,
কামিনী বদল প্রক্ষুটিত ॥

কাটায়ে সীতের দায়, বারবধু বার দেয়,
পথপানে ঘনং চায়।

আনন্দে সকলে মিলে, কাণ্ড খেলে এই কালে,
দোলে২ রাখা শ্যামরায় ॥

এইকালে পতি কোলে, যারা থাকে দ্রুতহলে,
করে কাণ্ড মাখামাখি গায়।

বিরোগীর মনাগুণ, তাহাতে বাড়ে দ্বিগুণ,
চক্ষু নীরে বন্ধ ভেষে যায় ॥

যত জুরা জীর্ন্ত রোগী, সবে হলো সুখভোগী,
পুন যেন পাইল নব তন।

ফুলধন ধন ধরে, আইল মহা দর্পকরে,
মূর্ত্তিমান আবার অতনু ॥

একে দূরন্ত সময়, তাহে বায়ু সদা বয়,
মন্দং গঞ্জে আমোদিত।

তাহে পুন নিশাকর, শীতকর সুধাকর,
অমিয় কিরণে সমুদিত ॥

মধুকর গান করে, পিকবর দ্রুতগরে,
পঞ্চশরে পঞ্চম মিলিত ॥

শুনি তাহা সর্বজন, আদ্রলিত হয় মন,
অর শরে আরো উৎকণ্ঠিত ॥



বসন্ত আগমনে হুমারীর খেদ।

হাতেম নন্দিনী, যেন পাগলিনী, কান্দিয়ে২ বলে।
দারুণ বসন্ত, সমান কুণ্ডান্ত, সুউদয় ভূমণ্ডলে ॥

কোথা গুহে প্রাণ, জলে মম প্রাণ, দারুণ মদন বাণে।
 জলিছে জীবন, নহে নিবারণ, প্রাণাধিক তোমা বিনে ॥
 ভ্রমিত সুজন, নহ কদাচন, কাঠন তোমার প্রাণ।
 দুঃখের পাথারে, ফেলিয়ে বালারে, হানিলে বিচ্ছেদ বাণ ॥
 যদি প্রাণ যায়, খেদ নাহি তায়, এই দুঃখ মাত্র হয়।
 না হৈতে আলাপ, বিচ্ছেদ প্রলাপ, দেখিতে হলো দোহার
 নিশা অবশানে, কেবল নয়নে, দেখেছি তোমার রূপ।
 সে দিন হইতে, ভাবিতে, লাভণ্য হলো বিরূপ ॥
 তবু অচেতন, নিদ্রায় তখন, আছিলে হে প্রাণধন।
 হায় হায় হায়, ঘটিল এ দায়, বদন করে চুষন ॥
 বলিতে বলিতে, ধনী আচম্বিতে, ছুটিয়ে বাহিরে যায়।
 গগনে রূপসী, হেরি পূৰ্ণ শশী, কাস্ত মনে পড়ে তায় ॥
 তখন মদন, ধরি শরাসন, হানিল বালার কায়।
 আলু খালু ধনী, হইয়ে অমনি, ধরায় পড়ে ভরায় ॥
 কতক্ষণ পরে, উঠিয়ে সজ্বরে, হাহাকার করি কর।
 গুহে প্রাণধন, দেহ দরশন, আরি দুঃখ নাহি শয় ॥
 খিক ফুলবাণ, অবলারে বাণ, হেন না হেন না আর।
 প্রাণ প্রিয় জন্য, লাভণ্য বিবর্ত্ত, হয়েছে দেখ আমায় ॥
 তাহার কারণ, সদা সর্জক্ষণ, ভাসি হে নয়ন জলে।
 গুনহে মদন, নহে নিবারণ, ব্যাপদিলে নিম্ন জলে ॥
 কেন তদুপরি, বাণবৃষ্টি করি, বালার বধ জীবন।
 তার আশা করি, আছি প্রাণধরি, নন্তবা হতো নিধন ॥
 হেরি সে রতন, ভুলেগেছে মন, আর কি ভুলিতে পারি।
 তাহার কারণ, জীবন এখন, রাখিয়াছি যত্ন করি ॥

লুসির বিরহ ।

উদয় বসন্ত মহীতলে দেখে রে। নাথের বিরহানল প্রাণে
তে না সহে রে ॥ হের এ উদয় শশি যেন বিষধর রে। অব
লা শরলা বালা কত জালা সয় রে ॥ দারুণ বিরহানল অন্তরে
প্রবল রে। জলেতে দ্বিগুণ জ্বলে না হয় শীতল রে। কিসে যাবে
এ যাতনা কার কাছে কইরে ॥ এমন দুখের দুখি মেলে আর
কইরে। পরের বেদনা পরে জানে কি আভাসে রে। প্রকাশে
অশেষে শেষে করে উপহাস রে। এই হেতু মনে রাহি গির
মাণ রে ॥ কিন্তু যে অবোধ মন প্রবোধ না মান রে।
হলো দায় হায় কি বিরহ জ্বালা রে ॥ সার বুঝি এইবার প্রাণ
মোর যায় রে। তাহাতে বসন্তকাল কাল বিষধর রে ॥ দংশ
নেতে অরু দেখে নিরন্তর রে। মম প্রাতি প্রতিফল পিক অঙ্গি
ফল রে। মলয়া অনিল দেয় দুর্গতি অপার রে ॥ কব কিসে
দুঃখ অতি নাহি পারাবার রে। অতনু তাননা সহ্য নাহি
হয় তায় রে ॥

লুসির বিরহে সখাগণের উক্তি।

পয়ার। এইরূপে বিনোদিনী নাথের বিরহে। খরিতে
না পারে প্রাণ কান্ত ধ্যানে রহে ॥ বিষম বিরহ বিষে দেহ
জালাতন। ভাবি কালি হলো সোনার বরণ ॥ নাহি ছোচে
অন্ন জল তিলে নয় সুখি। কেবল প্রিয়র ধ্যানে থাকে
বিধুমুখী ॥ লাবণ্য বিবর্ত্ত হলো মুখে নাই রস। বন্দি প্রায়
থাকে গৃহে সর্বদা বিরহ ॥ অসহ্য বিরহ জালা বালা কত
সয়। তেমন রূপের ডালি হলো মসীময় ॥ বিশেষত
বসন্তের শুভ আগমনে। প্রমাদ গণিছে ধনী, নাথের বিহনে

দেখি সখীগণ সবে করে হাস্য । বলে হাস্য একি দায় হলো
 প্রমদায় ॥ সাজনো সকলে মেলি জিজ্ঞাসে বালায় । কেন সখী
 হলে হেন বিষাদিনী প্রায় ॥ সুবর্ণ সুবর্ণ সম বরণ তোমা
 র। ভাবিয়ে কেন করিলে আশ্রয় ॥ তবানন হেরি ধনী লাজ
 পায় শশী । কি দুঃখে মনের খেদে করিয়াছ মনী ॥ কিবা
 কোন নাগরেরে হেরিয়া নয়নে । হইয়াছ বিষাদিনী তাহার
 বিহনে ॥ সে বুঝি আঘাত করি কটাক্ষের শর । তোমার অন্ত
 র হৈতে হয়েছে অন্তর ॥ সখীর বচনে কিছু না কহে বচন ।
 কান্ত রূপ ভাবে সদা মুদিতা নয়ন ॥ ভাবিতে ধনী হয়ে অ
 চেতন । ধরায় ভ্রমায় বাল্য করিল শয়ন ॥ ধরাতলে রাজ
 বাল্য হয়ে অচেতন । হৃদিপদ্মে কান্ত রূপ করেন চিত্তন ॥
 হৃদিপদ্মে প্রাণনাথে ভাবিতে ২ । ক্ষণেক কাল পরে আর
 না পায় দেখিতে ॥ হাহাকার করে ধনী উঠিয়ে তখন ॥ বলে
 কেবা প্রাণনাথে করি হরণ ॥ এইছিল প্রাণপ্রিয় হৃদয়েতে
 মোর । হাস্য কোথা গেল একি দুঃখ ঘোর ॥ কে হেন নিষ্ঠুর
 হলো আহামরি মরি । হৃদি হইতে প্রাণনাথে করিলেক চুরি
 এইরূপ বহুখেদ করিয়া সুন্দরী । অচেতনে ধরাপরে রহিলে
 কপড়ি ॥ নিকটেতে আসি বত প্রিয় সহচরী । স্তলিলেক ধরা
 হইতে ধরাধার করি ॥ সুশীতল নীর মুখে প্রদান করিল ।
 মুখ্য ত্যজি বিনোদিনী নয়ন মেলিল ॥ বিনয়ে বালারে
 কর সহচরীগণ । রাখ সখী আমাদের একটি বচন ॥
 সুখের বসন্তে তব নিদ্রা কানন ।
 কস কুলে হইয়াছে অতি সুশোভন ।
 চল তথা মন . ব্যথা হবে নিবারণ ।

ক্যমারীর সখীসনে উপবনে গমন।

প্যার। শুনি সজিনীর বাণি রাজাব ক্যমারী। চলিলেন উপ
বনে সহ সহচরী॥ বিরহিনী অনাথিনী দেখিয়া বালায়।
দর্পকষ্টি কুলবাণ হানে বাণ তার॥ দারুণ কামের বাণে অ
বলা সরলা। প্রাণ বলভের ভাবে হইল বিহ্বালা। কমন
কমন মুখী করি দরশন। খেদে কেন্দে বলে রামা সজল নয়
ন॥ ওগো সখী নিরীক্ষিয়ে অমল কমল। দ্বিগুণ প্রবল
হলো বিরহ অনল॥ চল চল সখী চল অন্য বন। কমলে দে
খিয়ে কেন জলে গো জীবন॥ পিকবর দ্রহ্মস্বরে করে ক্লালা
তন। অতসী অশোক হয় শোক উদ্দীপন॥ মলয়া অনিল
সখী হয়ে স্বর চর। এ দেখে কাম সহ হানিতেছে শর॥ মধুকর
মধুলোভে করে গুণ২। বিরহিনী দেখে মোরে সকলে বিগুণ
কেন সখী নিয়ে এলি নিদ্রাজ্ঞ কাননে। অবলা সরলা বল য
বধিতে পরানে॥ আর সখী পাপ প্রাণ রহে না। আঘাত
বিনে সেই গুণাধার প্রাণের আধার॥ আহা মোর প্রাণ ধা
র প্রাণের রতন। আহা মোর প্রিয় কোথা রহিলে এখন।
আহা প্রাণ বেহে আর পরাণ না রহে। হলো প্রাণ ওষ্ঠা
গত বিষম বিরহে॥ আর না সহিতে পারি বিরহ
বেদন। কোথা ওহে চিত্তগামি দেহ দরশন॥ বলিতে
বলিতে ধনী মূদিয়ে নয়ন। অচেতনে ধরাপরে করিল
শয়ন॥ দেখি সখীগণ সব তুলি লয়ে কোলে। সুশীতল
জল দেয় বদন কমলে॥ সজিনীর কোলে ধনী পাইয়া
চেতন। ভাবিয়া প্রিয়ের ভাব করেন রোদন॥

কান্দিয়ৈ কান্দিয়ৈ কহে সখীরে তখন ।
 ওগো সখী চল চল চলগো ভবন ।
 এখানে থাকিয়ে প্রাণ করোগে কেমন ।

সজিনীর কক্ষে কর দিয়ে রাজ বাল। চলিল ভবনে খনী
 যেন মাতেয়ালা ॥ গৃহে আসি মন দুখে ঘোড়শী নবী
 না। ধূলায় রহিল পড়ে হয়ে জ্ঞান হীন ॥

অথ দ্রমারের চিন দেশ প্রাপ্ত ।

হেথায় নৃপতি সুত প্রিয়া প্রেমাবেশে বনে ভ্রমে
 ধির সন্যাসীর বেশে ॥ বিরহ অনল হৃদে হইল প্রবল ॥
 কান্দিয়ৈ কহে চক্ষে বহে জল ॥ কোথা হে প্রাণের প্রাণ
 দেহ দরশন। তোমার বিহনে শূন্য দেখি ত্রিভুবন । হায়
 প্রাণ যায় কে মিলাবে তারে । কোথা গেলে বিধি নিধি দিবে
 ন আমারে ॥ আর কি পাইব আমি সে প্রাণ রতন । দহিছে
 বিরহে প্রাণ কি করি এখন ॥ এইরূপে বনে যায় রসরায় ।
 কত কষ্টে কত দিনে চিনদেশ পায় ॥ তথায় বাইয়ে করে
 প্রিয়ে অনেষণ । ইতস্তত স্থানে করিয়া ভ্রমণ ॥ দৈবে এক
 সরোবর দেখিবারে পায় । ক্লান্ত হয়ে রাজ পঙ্ক বসিল ভ
 ঞ্জায় ॥ হেনকালে কতগুলি নবীনা নাগরী । বারি লইবার হেতু
 আইসে তাড়াতাড়ি ॥ যোল উর্দ্ধ নাহি কারো বয়েস নবীনা
 তড়িৎকনিয়ারূপচন্দ্রনিভাননা ॥ পীনোন্নত পায়োধরা যৌ
 বনের ভরে । অধরে না ধরে হাসি রসে ঢলে পড়ে ॥ যোগীরে
 দেখিয়ে বলে দেখ প্রাণসই । সরোবর ধারে যোগীরূপে বসে
 এ নবীন বয়েসে হয়েছে জটাধারি । আমরা কি প্রাণে বেঁচে
 আছে ওর নারী ॥ কি দুখে ও চাঁদ মুখে মাখিয়াছে ছাই ।

চল২ সন্যাসীয়ে বারতা সুখাই ॥ এতবলি সন্যাসীর নিকটে
 আসিয়ে । সুমধুর ভাষে ভাষে আদর করিয়ে ॥ কিবা নাম
 ধর তুমি কাহার নন্দন । কেন করিয়াছ ছাই অঙ্গের ভূষণ ॥
 এতেক শুনিয়া কয় নৃপতি নন্দন । কোথা হইতে তোমাদের
 হলো আগমন ॥ আপনারা কেবা আগে দেহ পরিচয় ।
 কিবা এ দেশের নাম রাজা কেবা হয় ॥ কয় কন্য । ভূপতির
 কয়বা নন্দন । বিবরিয়ে কহ মোরে করিব শ্রবণ ॥ তারমধ্যে
 এক রামা বয়েসে প্রবীণ । হাসিয়া যোগীরে কয় প্রফুল্ল ব
 দন ॥ চিন এ দেশের নাম বাক্ত চরাচর । হাতেম নানেতে
 হেথা চিনের ঐশ্বর ॥ একটি তনয়া মাত্র নাম তার লুসি । ত্রিভূ
 বনে নাহি হেরি তেমন রূপসী । কিন্তু কি অসুখে সদা থাকে
 বিষমুখী । ভাহার কারণ রাজা রাণী সদা দুখী ॥ এই কথা
 নগরেতে আছরে প্রচার । আরোগ্য করিবে যেবা কন্যারে তা
 হার ॥ অর্ধেক রাজত্ব তারে করিবে অর্পণ । আর পাইবেক
 সেই তনয়া রতন ॥ পাইয়া লুসির বার্তা নবীন রাজন । আ
 নন্দ বারিধী নীরে হইল মগন ॥ রূপসী গণেরে নিজ পরিচয়
 দিয়ে । তথা হৈতে রসময় চলিল উঠিয়ে ॥ ঘোর অন্ধকারে
 রাজবর্জে আলো পেয়ে । পথিক যেমন যায় আনন্দিত হয়ে
 দরিদ্র পাইলে করে অমূল্য রতন । তৎকালে আনন্দ তার
 জন্মায় যেমন ॥ বৈশাখে প্রথর রৌদ্রে চাতকের মন । প্রফু
 ল্লিত হয় বারি হলে বরিষণ ॥ সংযোগি প্রফুল্ল হয় বসন্ত আ
 ইলে । সুখি হয় অন্ধ যেমন চক্ষু নিধি পেলে ॥ বিয়োগি যজ্ঞপ
 সুখি হইলে মিলন । ততোধিক সুখি হৈলা রাজার নন্দন ॥ আ
 নন্দ নাথেরে গায় চলে পায় ॥ উপনীত হলো রাজত্ব বনযথায়

দ্বারের সম্মুখে ঘণ্টা দেখিবারে পেয়ে।

প্রতিবাসি নিকটেতে কারণ জানিয়ে ॥

বাজাইল ঘণ্টা রায় প্রেমে মত্ত হয়ে।

শুনিয়া ঘণ্টার নাদ নৃপতি সূজন। পাঠাইল মন্ত্রীবরে জানি
তে কারণ ॥ মন্ত্রীবর যোগীবরে করি দরশন। সুমধুর স্বরেকর
যোগীরে তখন ॥ যে আশার আশে আসিয়াছ এখানেতে ।
তাহার সুসার কিহে পারিবে করিতে ॥ শুনি যোগীবর কয়
কি ভয় তাহাতে । এমন করিব ভাল হইবে যাহাতে ॥ শুনি
মন্ত্রী যোগীবরে সত্বরে লইয়া । যথায় রাজন তথা উত্তারল
গিয়া ॥ যোগীবরে মহারাজ কহেন তখন । পারিবে কি রোগ
করিবারে নিবারণ ॥ যোগী কহে মহারাজ শুন মন দিয়া । ক
রিব রোগের নাশ পত্রিকা লিখিয়া ॥ শুনিয়া যোগীর বাণি
সবে সায় দিল । শ্রিয়া ঈশ্বরে ধির পত্রিকা রচিত ॥



রাজ পুত্রের পত্র প্রেরণ।

এ দিনের সমাচার শুন প্রাণেশ্বরী । অদ্যাপিত আছে প্রাণ
তব আশা করি ॥ তব লাগি যোগী বেশ করিয়া ধারণ । কত
দেশ দেশান্তরে করেছি ভ্রমণ ॥ বিরহ অনলে নিজ দেহ জা
লাইয়ে । পাইয়াছি বহু কষ্ট তোমার লাগিয়ে ॥ এবিধ বিধি
মম প্রতি হয়ে অনুজল । দুঃখের সাগরে দেখাইয়া দিল জল
পরিভ্রমণ কর ধনী মনের যে খেদ । আসিয়াছি প্রাণ তব ঘ
চাতে বিচ্ছেদ ॥ যামিনী যোগেতে দেখা দিবে প্রাণেশ্বরী ।
পলায়েছ বিনোদিনী মন প্রাণ হরি ॥ মনচোরে ধরিবারে ক
রিয়ে যতন । যোগীবরশে আসিয়াছি ত্যজ রাজ্য ধন ॥ প

খের যে দুঃখপ্রাণ कहने না যায়। কেবল এ প্রাণ ছিল তোমার
র আশায় ॥ বনে ফল তলেথাইয়াছি প্রাণ। এত কষ্টে প্রাণ
ডব না ছাড়িল ধ্যান ॥ যে দুঃখে এসেছি প্রাণ সে দুঃখকে
জানেন। যার দুঃখ সেই জানে আর জানে জানে ॥
ভ্রমিত হে আছ প্রাণ গৃহে আপনার। সুখের সাগরে
সদা দিতেছ সঁতার ॥ সখী সঙ্গে রঞ্জে ধনী প্রেমের আ
বেশে। সর্বদা সুখেতে আছ মনের হরিয়ে ॥ আনন্দে
রয়েছ প্রাণ প্রেমে হয়ে ভোর। তোমার কিস্তি প্রিয়ে যে
কতি সে মোর ॥ এইরূপে রসময় পত্রিকা রচিল। অঙ্গুরী
টি তার মধ্যে যতনে রাখিল ॥ পরে দূতী সহযোগে নবীন
রাজন। পত্রিকা পাঠায় দিল প্রিয়ার সদন ॥ দূতী
আসি শীঘ্র গতি অতি সমাদরে। পত্রিকা প্রদান করে
রাজকন্যা করে ॥ পত্রিকা পাইয়া করে পড়িল যতনে
প্রেম সিন্ধু উথলিল অঙ্গুরী দর্শনে ॥ পাইয়া প্রিয়ের
পাঁতি প্রিয়ে হৃৎ মতি। আনন্দ সাগর নীরে ভাসিল
যুবতী ॥

অর্থ জমারীর পত্র প্রেরণ।

দুঃখিনীর সদুত্তর শুন প্রাণধন। অদ্যাবধি আছে
প্রাণ তোমার কারণ ॥ যেই দিন নিশি যোগে দেখেছি
তোমায়। তদবধি দহে প্রাণ বিরহ জালায় ॥ বিধি মোর
জন্মকালে লিখেছে কপালে। তোমা বিনা প্রাণ পতি
নাহি কোন কালে ॥ মনে মন মালা করেছে বদল। তবে
কেন দখ করে বিরহ অনল ॥ সুখের বসন্তে সবে প্রাণ
পতি সনে। নিভায় বিরহানল বসি একাসনে ॥ আমার

বিরহ তাহে বাড়য়ে দ্বিগুণ । শলিল চন্দন চুয়া যেমন
 আগুণ । কিছুতে না পাই সুখ সদা পোড়ে প্রাণ । তাহা
 তে জালায় আরো মদনের বাণ ॥ শুদ্ধ তব প্রম লাভ
 করিব বলিয়ে । রেখেছি এ প্রাণ প্রাণ বিরহে জালায়ে ।
 আশা আছে তব সহ হবে দরশন । নতবা যেতম কবে
 শমন ভবন ॥ কিরূপে কহিলে নাথ এ সকল কথা ।
 অন্তরেতে আজি বড় পাইলাম ব্যথা ॥ আমার মনের কথা
 জানেন গোস্বামী । তুমি মম প্রাণ পাতি যত দিনে পাই
 এইরূপে লিখি ধনী পত্রের উত্তর । প্রিয়ের অঙ্গুরী দিল
 তাহার ভিতর । পরে দূতী করে করি পত্র সমর্পণ । প্রাণ
 প্রিয় নিকটেতে করিল প্রেরণ । পাইয়া প্রিয়র পাতি প্রিয়
 হৃদ মন । প্রমানেন্দ্রে হৃদয়েতে করিল স্থাপন ॥

অথ দ্রমারীর পিতার প্রতি পত্র প্রেরণ ।

মহারাজ নিবেদন, পীড়া মম নিবারণ, হইয়াছে ঈশ্বর
 কৃপায় । শুন সারোদ্ধার, দুঃখ না ভাবিহ আর, পীড়া
 শূন্য হইয়াছে কার ॥ একদিন নিশি যোগে, হেরে এই
 মহাভাগে, লাভ্য বিবর্ণ হয়েছিল । তুর্ক হয়ে ভগবান,
 বালার রাখিল প্রাণ, বিধি নিধি মিলাইয়ে দিল ॥ অন্ত
 এব নিবেদন, করো পিতা আয়োজন, বরণ করিব যোগী
 বরে । উনিতো সামান্য নয়, রাজাধিরাজ তনয়, ছদ্ম
 বেশে তোমার গোচরে ॥ আমার বিচ্ছেদ দায়, বঞ্চিত
 পিতা মাতায়, আসিয়াছে আমার কারণ । এইরূপে বিনো
 দিনী, লিখি পত্র একখানি, পাঠাইল পিতার সদন ॥
 পাইয়া কন্যার পাতি, আনন্দিত নরপতি, পত্র খুলি

পড়িলা যতনে। কন্যার মনন জানি, অত্যন্ত প্রমোদ গণি
 প্রেমসিক্ত উখলিল মনে ॥ আনন্দে পুলক কার, যোগী
 রে সুখান রায়, কহ বাপু তব পরিচয়। কিরা নাম বলহ
 শ্রবণ কার শীতল, কোথা ধাম কাহার তনয় ॥ শুনি
 রাজপুত্র কয়, শুনহ মহাশয়, এ দীনের পরিচয় বলি। পা
 রস্য নগরে ধাম, কেয়ার জিলমেন নাম, পিতা মম নৃপ
 উজ্জিয়ালি। লুসিয়ার রূপ হেরি, ধনজন পরিহরি, যোগী
 বেশ করিয়া ধারণ। ভূমিহ নানা দেশ, তব সহ অবশেষ
 বিধি আনি করিল মিলন। যোগীর বচন শুনি, আনন্দিত
 নৃপমণি, মন্ত্রীবরে কহেন তখন ॥ শুন মন্ত্রী মম বাণি, বসন
 ভূষণ আনি, যুবরাজে করহ অর্পণ ॥ রাজার বচন শুনি
 বস্ত্র অলঙ্কার আনি, যুবরাজে পরাইয়ে দিল। তেমন রূপ
 তো আর, ত্রিভুবনে মেলা ভার, রূপ হেরি ভূপতি মহিল ॥
 অথ বিবাহ।

পর্যায়। পরে নরপতি লয়ে সভাসদ গণ। বিবাহের
 দিন করিলেক নিরূপণ ॥ শুভলগ্নে শুভক্ষণে বিবাহ হইল
 প্রমোদে প্রমদা গণ প্রমোদে মাতিল ॥ হাসিহ আশি যত
 ছল কন্যাগণ। সাজায় বাল্য সব করিয়া যতন ॥ বি
 নায়ে বিনোদ বেণী খোপা বান্ধি দিল। নানাবিধ অঁড়রণ
 অঙ্গে পরাইল ॥ সাজাইল লুসিয়ায় যতেক কামিনী। আর
 যা যেখানে শোভে দিল ফণি মণি ॥ দ্রুতদয় ঢাকি আঁটি
 কাঁচলি বান্ধিল। নীলাম্বর পারধান পরাইয়ে দিল ॥ কি
 কব রূপের কথা শুলনা না হয়। সে রূপের কাছে রতী
 একরতি নয় ॥ বুঝি বিধি শাসীর করিতে অপমান। নিষ্ঠ

নে লুসিরে বিধি করেছে নিয়্যাম ॥ পরিহাস করি কেহ
 কহে জনারীয়ে । চল পাবে আজি মনোমত বরে ॥
 আমোদ প্রমোদ করি সুবরাজ মনে । প্রমদা হইবে ধনী
 নাথের মিলনে ॥ যখন শিখাবে প্রেম তব গুণগণি । তখ
 ন হইবে ধনী প্রেম ধনে ধনি ॥ আগেতে আছিলে ধনী
 তুমি অরসিক । এক্ষেণে শিখাবে রস তোমার রসিক ॥ এত
 বলি লুসিয়ায় লইয়া যতনে । বাসরে প্রবেশ করে আন
 ন্দিত মনে ॥ জনারেয়ে সমর্পণ করিয়া জনারী । স্বহানে
 প্রস্থান করে যতেক সুন্দরী ॥ রমণীর কর রায় করিয়া ধা
 রণ । মৃদুস্বরে নারী প্রতি কহেন তখন ॥ মন প্রাণ বিনো
 দিনো করিয়ে হরণ । লুকায়ে আছিলে গৃহে বধিতে জীবন
 কহে বিনোদিনী প্রাণকান্ত করে ধরি । তব সম চোর নাথ
 ভুবনে না হেরি ॥ দেখা দিয়ৈ মন প্রাণ করিয়া হরণ । লুকা
 য়ে ছিলেহে নাথ আপন ভবন ॥ বহু কষ্টে মন চোরে
 পাইয়াছি করে । সমুচিত দণ্ড দিব কে রাখিতে পারে ॥
 রায় কন মিথ্যা বোষ না দেহ আমায় । তোমার সমান
 চোর নামিলে ধরায় ॥ প্রিয়ে কয় আমি কিসে চোর গুণ
 মণি । রায় কন গুন তবে ওহে প্রণয়িনী ॥ শশিরে হরেছে
 তব সুন্দর বদন । শশী সুখা লইয়াছে মধুর বচন ॥ ইন্দি
 বরে লইয়াছে তোমার নয়ন । তিলফুল তব নাসা করে
 ছে হরণ ॥ সুবস্তু বরণ হরে লয়েছ রূপসী । চঞ্চল চপলা
 হরিয়াছে তব হাসি ॥ কন্দর্পের পঞ্চশর হরণ করিয়ে ।
 পুরুষ মজাতে চক্রে রেখেছে লুকায়ে ॥ অমল কমলে
 প্রাণ করিয়ে হরণ । যতনেতে বক্ষহলে করেছ স্থাপন ॥

চম্পক কলিকা প্রিয়ে লয়ে গোপনেতে। কর ছয়ে রাখিয়াছ
অঙ্গুলী রূপেতে ॥ মধ্য ক্ষীণা কেশরীর কটিদেশে হরি। রা
খিয়াছ কটিদেশে অতি যত্ন করি ॥ অপরাজিতায় ধনী করি
য়ে হরণ। করিয়াছ মস্তকেতে চিহ্নর চিকন ॥ মদনের ফুল
ধন কাড়িয়ে লইয়ে ॥ রেখেছ ভুরুর ছলে যতন করিয়ে।
কৌকিলের ছত্শ্বর করিয়ে হরণ। মিলায়েছ নিজ শ্বরে করি
য়ে যতন ॥ প্রিয়র বচন শুনি কহে বিনোদিনী। বিনিমূলে
আমারে কিনিলে গুণমণি ॥

অথ ক্যেয়ার ক্যেয়ারীর মিলন।

নিকটে পাইয়া রামা প্রাণের রতন। ধিরে কহে
রামা সজল নয়ন ॥ প্রাণনাথ কিবা তব কাঠন হৃদয়। অধি
নীরে হয়েছিলে বিষম নিদ্রয় ॥ তোমার বিহনে প্রাণ
সদা সর্কক্ষণ। শ্রাবণের ধারা সম ঝরে দু নয়ন ॥ বিশেষ
বত সুউদয় দাক্ষণ বসন্ত। বিরহীর পক্ষে সেই কৃতান্ত নি
তান্ত ॥ পঞ্চশর পঞ্চশর হানে মোর কায়। মলয়া অনিল
ভাহে দুর্গতি বাড়ায় ॥ নবীণা রমণী আমি ওহে প্রাণধন।
এ জ্বালা কি জ্বালা নাথ নাজানি কখন ॥ বিরহ অনলে
সদা জ্বলে মোর কায়। তুমি কি জানিবে প্রাণ কি কব ভোমা
য় ॥ জ্বর কলেবর মদনের বাণে। অসহ্য বিরহানল কত
নই প্রাণে ॥ শিশি সুধাপান করে চকোর চকরী। তোমার
কিহনে প্রাণ আমি কেন্দ্রে মরি ॥ নিদায়ে চাতকী হল জলদ
সদনে। বারিদেব জল খায় আনন্দিত মনে ॥ দেখিয়ে তা

দেয় রক্ত কেঁদে উঠে প্রাণ। তোমা বিনা এত দুঃখ সহিয়াছি
 প্রাণ ॥ দহিয়াছে যত মোরে মনজের শর। ততই ডেকেছি
 কোথা ওহে-প্রাণেশ্বর ॥ তোমার বিরহ বিষে দেহ জ্বালাতন
 তোমা বিনা সে জ্বালা কে করে নিবারণ ॥ মম প্রতি প্রজাপ-
 তি অনুভল হয়ে। তোমা হেঁদে নিধি বিধি দিল মিলাইয়ে ॥
 বল২ দুঃখ তব ওহে গুণমণি। তোমার বিহনে ছিনু হয়ে অ-
 নাথিনী ॥ প্রিয়ের বচন শুনি পরম সন্তোষে। প্রিয়সীর প্রতি
 সুমধুর ভাষে ভাষে ॥ শুন শুন প্রাণ প্রিয়ে তোমার কারণ।
 বনে২ ভ্রমিলাম ত্যজিয়ে স্বজন ॥ বেই দিন তব সহ হলো
 দরশন। তদবধি বিরহে জ্বলিছে প্রাণমন ॥ মনের যে দুঃখ
 আজি সব দূরে গেল। রূপাকর রূপাকরি মিলাইয়ে দিল
 বচনেতে নিভাইল মনের আগুন। অন্তরেতে প্রমোদ বা-
 ডিল দ্বিগুণ ॥ প্রাণপ্রিয়ে গেয়ে প্রাণ প্রিয় অঙ্গমঙ্গ। সুখের
 পয়োধি নীরে ডুবাইল অঙ্গ ॥ দ্বিরে২ কহে রাগা কান্ত করে
 ধারি। শুন প্রাণনাথ এক নিবেদন করি ॥ বজ্র কটে তব সহ
 হয়েছে মিলন। দেখ যেন নাহি হয় বিচ্ছেদ ঘটন ॥ এই নিবে-
 দন প্রাণ তোমার চরণে। দেখ২ মনে রেখো এ অধিনী জনে
 বিনয়ে কহেন রায় প্রিয়ের বচনে। তোমা বিনা নাহি জানি
 জাগ্রত স্বপনে ॥ ধৈর্য্য ধর প্রাণ প্রিয়ে আপন মনেতে। বি-
 ছেদ হবে কি প্রাণ এ প্রাণ থাকিতে ॥ এইরূপে কৌতুকেতে
 হ্রমার কামিনী। করিল অনঙ্গ খেলা জাগিয়া যামিনী ॥

অর্থ হ্রমারের স্বদেশ যাত্রা।

এইরূপে কিছু দিন নাগরী নাগরে। মনসাধ পূরে ভাসে
 সুখের সাগরে ॥ রসবতী-পেয়ে কোলে প্রাণপ্রিয় পতি।

মগধ রসে মন মজার যবতী ॥ প্রিয় প্রিয়সীর কর করিয়ে
 ধারণ । রমণীর মনোবাঞ্ছা পূরায় তখন ॥ পতি মুখে রাখি
 মুখ কহে রাজবাল । দুরন্ত বনন্ত কত দিয়াছে হে জ্ঞান ॥
 পিক অলিঙ্গল তার শমন সমান । হানিয়াছে অঙ্গে মম যেন
 অগ্নিবাণ ॥ এইরূপে মনোদুঃখ প্রকাশিয়ে সতী । পরেতে
 অনঙ্গ রসে মাতিল যুবতী । বিচ্ছেদ অনল ছিল হইয়ে প্রবল
 মিলন শলিলে তাহা করিল শীতল ॥ কুমার কুমারী দোহে
 অপূর্ব পালঙ্কে । নিরন্তর করে ক্রীড়া গাতিয়ে অনঙ্গে ॥
 প্রেমাবেশে হেসে রমণী রমণ । কৌতুকেতে করে দোহে
 যামিনী জাপন ॥ এইরূপে কিছু দিন কুমার কুমারী । যে
 করিল রঙ্গ রসে কহিতে নারি ॥ একদিন কহে রায় প্রাণে
 র প্রিয়ায় । এখানে থাকিতে আর মন নাহি চায় ॥ বাপেরে
 কহিয়ে মোরে বিদায় করহ । ভালবাস যদি মম সঙ্কেতে চল
 হ ॥ শুনিয়া নাথের বাণি কহে রসবতী । কহ নাথ পতি
 ছাড়া কোথা আছে সতী ॥ শ্রীরাম গেলেন বনে দৈব বিপা
 কেতে । জনক নন্দিনী সীতা যান সাত্তে ॥ পাণ্ডব প্রবেশে
 যবে দুর্গম কানন । কৃষ্ণ সতী পাছে করিল গমন ॥ নৈষধ
 ঈশ্বর যবে অবগতে গেল । বহু কটে দময়ন্তী সঙ্গ না ছাড়ি
 ল ॥ সুন্দর যাইল যবে গৃহে আপনার । পশ্চাৎ যামিনী বিদ্যা
 হইলেক তার ॥ আর দেখ কয়েকের শুনিয়া মরণ । প্রণয়ের
 গুণে লয়লা ত্যজিল জীবন ॥ প্রণয়ীর সঙ্গে প্রেম চিরকাল
 র ॥ কোনকালে তাহাদের বিচ্ছেদ না হয় ॥ প্রণয় পরম
 ধনে চেনে যেই জন । কখন না ত্যজে সেই থাকিতে জীবন
 দেখ ২ প্রাণনাথ নলিনী তপন । প্রণয় গুণেতে দোহে বন্ধ

অনুকণ ॥ অতএব পতি ছাড়া সতী কোথা রয়। আমিও
তোমার সঙ্গে যাব রসনয় ॥ নারীর ভূষণ পতি ওহে প্রাণ
পতি। পতিজ্ঞান পতি ধ্যান পতি রতি মতি ॥ অবলা স
রলা নাথ তাহে কুলবতী। রমনীর পতি ভিন্ন অন্য নাহি
গতি ॥ গুনিয়া প্রিয়ের বাণি প্রিয় হৃদমতি। নিবেদিল আমি
ব্রায় যথা নরপতি ॥ 'বহুদিন আসিয়াছি বঞ্চিত বাপ মায়। হ
য়েছে চঞ্চল চিত্ত না হেরে দোহায় ॥ অতএব বিদায় করহ
নরপতি। এখানে থাকিতে আর নাহি লয় মতি ॥ এতবলি
বিদায় হইল রসরায়। সৈন্য সামন্ত সহ লইয়া প্রিয়ায় ॥ যা-
ইতে পথে রজনী আইল। তাঁবু ফেলি সকলেতে তথায়
রহিল ॥ অক্টক যামিনী যবে গগনে হইল। সে সময় এক
দৈত্য কুমারে হরিল ॥ যাইতে পথে রজনী প্রভাত। প্রফু
টিত পঙ্কজ উদয় দিননাথ ॥

অথ কুমারীর পুরুষ বেশে পতি

অন্যে যণে যাত্রা।

হেনকালে সখ্য ত্যজি উঠি রসবতী। পার্শ্বতে না হেরে
রামা প্রাণ প্রিয় পতি ॥ সখীরে জিজ্ঞাসে রামা হইয়ে কা-
তর। বলং সখী কোথা গেল প্রাণেশ্বর ॥ এই যে শয়নে ছিল
মম 'প্রাণ পতি। কোথা গেল বলং করিগো মিনতি ॥
সখী কয় দেখিনাই তব গুণমণি। কি হইল কোথা গেল কি
ছুই না জানি ॥ গুনিয়া নিষ্ঠুর বাণি সঙ্গিনীর মুখে। বজ্রাঘা
ত পড়ে যেন কুমারীর বুকে। কপালে কঙ্কণ হানি করৈ রৌ
দর। বলে কোথা ত্যজি মোরে গেলে প্রিয়জন ॥ এই যে
আমার সহ আছিলে শয়নে। ত্যজিলে কেনে নাথ কঠিন

পরানে ॥ পিতা মাতা হতে মোরে এখানে আনিয়ে। কেনে
অধিনোরে গেলে হে ত্যজিয়ে ॥ এই কি তোমার মনে ছিল
গুণমণি। বনমাঝে বালারে করিল অনাখিনি ॥ আগে যদি
জানিতাম পুরুষ এমন। তা হলে কি সঁপিতাম জীবন যৌব
ন ॥ পুণ মন সঁপিতাম না পাইয়া মন। তাহার উচিত কল
কলিল এখন ॥ পুণ মন দেহ বিধি বিরহে জালায়ে। কত
কষ্টে দিয়াছিল সে ধনে মিলায়ে ॥ মনে বড় সাধ ছিল লইয়া
তোমারে। এবার হইব পার বিরহ সাগরে ॥ সে সাধে বি-
ষাদ মম বিধি ঘটাইল। বিরহ অনল পুন বাড়াইয়ে দিল ॥
ধিক বিধাতার কি কব অধিক। কোন প্রাণে হরে নিল মম
প্রাণাধিক ॥ হায় প্রাণনাথে কে হরি লইল। নির্ঝাণ অগ্নি
তে কেবা ঘটাইতি দিল ॥ প্রেম বৃক্ষ রোপিয়াছি না হতে
অক্ষুর। উৎপাটন কে করিল হইয়া নিষ্ঠুর ॥ পুয়ের বিরহে
প্রিয়া হইয়া কাতরা। পুরুষের বেশ ধনী পরিলেক ভরা ॥
সকলেরে বিদায় করিয়া সুখামুখী। একাকিনী রহিলেন সহ
প্রিয় সখী ॥ সঙ্গিনীরে সাজাইয়ে পুরুষের বেশ। চলিল
করিতে প্রাণনাথের উদ্দেশ ॥ আপন পতির বেশ করিয়া
ধারণ। নানা দেশ দেশান্তর করেন ভ্রমণ ॥ এইরূপে রাজ
বালা ভ্রমিতে ॥ উপনীত হইল গিয়া মদিনা দেশেতে ॥
তথায় করিল বহু প্রিয় অনৈষণ। স্থানে নগরেতে করি
য়া ভ্রমণ ॥ প্রাণনাথে না পাইয়া কাতর পরানে। রহিল
তথায় দোহে বিষাদিত মনে ॥

লুসির ময়মুন রাজার সহিত সাক্ষাৎ।

মদিনা নগরে ধাম, ময়মুন নৃপ নাম, মহারাজ সুশী

ল সুধীর। সুবোধ সুজন অতি, দানে ধর্ম্য সদা মতী
 পৃথিবীতে অদ্বিতীয় বীর ॥ দূর্ঘ্ট দিয়ে বহু কষ্ট, সদ
 ত করিতে নষ্ট, ধর্ম্য সম করিতে বিচার। মরনু নামেতে
 কন্যা, ত্রিভুবন ধন্য। মান্য, আছিল তনয়া এক তার ॥
 ত্রিলোকের মনোরমা, নবীনা, ষোড়শী বামাঃ নিকুপমা
 পরমা সুন্দরী। আহাঃ মরিং, এ রূপ কি কভু হেরি,
 ত্রিভুবন বিমোহন কারী ॥ তিল ফুল জিনি নাসা, খগে
 র গৌরব নাশা, মরি কি বেশর দোলে তার। উচ্চ দুই
 ক্ষুণ্ণগিরি, সুমেকুর দর্পহারি, বক্ষোপরি কিবা শোভা পার
 অদস্তা সে রাজ কন্যা, সদা দুঃখি পতি জনে, আঁখি
 নীরে ভাসে সর্বক্ষণ। কাঁদি সখী প্রতি বলে, জ্বলিলো
 মদনানলে, ব্যাধি আর নারহে জীবন ॥ বয়স হইল অতি
 না পেলেম প্রাণপতি, প্রায় গত হইল যৌবন। বিধাতা
 নিদয় অতি, বুড়ায় পাইলে পতি, তখন কি সুড়াবে প্রাণ
 মন ॥ সুখের বসন্তকালে, প্রাণপ্রিয় পতি কোলে, থাকে
 সুখে প্রোটা যাহারা। করে নানা রস কেলী, আনন্দে উ
 ভয়ে মেলি, মুখা যারা ভেবে সারা তারা ॥ এইরূপে
 গুণবতী, কহে কাতরতা অতি, পরে শুন আশ্চর্য কখন
 হাতেম রাজ জমারী, সন্ধিনীর করে ধরি, যায় যথা ময়
 মুন রাজন ॥ রাজ ব্যবহারে নতি, করিয়া ভূপতি প্রতি,
 করবোডে সম্মুখে দাণ্ডায়। মহারাজ নিবেদন, একান্ত
 মম মনন, দাস হয়ে সেবিতোমায় ॥ পারস্য নগরুখাম
 উজিরালি নূপ নাম, আমি হই তাহার তনয়। শুনঃ গুণ
 খাম, ক্যেয়ার জিলামেন নাম, অধিনের এই পরিচয় ॥

পরিচয় শুনি রায়, আনন্দে পুলক কার, বসিবারে দিল
সিংহাসন । পারে কহে রাজ্যেশ্বর, কেনই যুববর, কহ
হেন অন্যায় বচন ॥

ময়নু কন্যার সহিত লুসির বিবাহ ।

পর্যায় । তোমাদের অনুগ্রহে রাজ্যেশ্বর আমি । হেন
অনুচিত কথা কেন কহ তুমি ॥ বহু ভাগ্যে পাইয়াছি
তোমা হেন ধন । সঁপিব তোমারে আমি তনয়া রতন ॥
অনুচা তনয়া এক আছেয়ে আমার । বিদ্যুৎ সমান রূপ
অতি চমৎকার ॥ রূপায় তোমারে তারে হইবে লইতে
মম এবচন বাপু হইবে রাখিতে ॥ এতবল করে নৃপ
দিন নিরূপণ । আনয়ন করে যত দ্রব্য প্রয়োজন ॥ শুভ
দিনে শুভ কক্ষ সম্পূর্ণ করিল । কন্যা সহ নিজ রাজ্য
জামাতারে দিল ॥ অতপর অবশ্য পাইয়ে রাজন । নিত্য
ধনে আরাধনে জাইল কামন ॥ রাজ্যভার পায়ে লুসি
আনন্দিত মতি । ভাবে মনে এইবারে পাব প্রাধিপতি
কিন্তু কি আশ্চর্য এই বিধির ঘটন । আনি নারী দেও
নারী কি করি এখন ॥ তাহে দলবতী সে যেনবীনা যৌব
না । দহিছে তাহার প্রাণ প্রেমবারি বিনা ॥ অতিশয়
সাবধানে থাকিতে হইবে । যদবধি নাথ সহ মিলন না হবে
মৌখিক আলাপ লুসি করে তার মনে । পৃথক শয়্যায়
থাকে পৃথক শয়নে ॥ রাজকন্যা মনে ভাবে কহ তাপ
র্মি নষ্টে কেন পতি না করে আলাপ ॥ নবীনা রমণী আনি
তাহে দলবতী । কি জানি কি ভাবে ভাব নাহি করে পতি
ভাগ্য গুণে হেন নিধি মম প্রতি ঘটে । ঘটে পোরা বারি

কিন্তু মোরে নাহি ঘটে ॥ বড় সাধ ছিল মনে নাথের মি
লনে । মনজেরে পরাজীব প্রেম আলাপনে ॥ সে আশা
র দ্বারে মোর কপাট পড়িল । পরাজয় দূরে খান্নক প্রব
ল হইল ॥ এ হেন সুন্দরী আমি না মিলে তুলনা । অরসিক
পতি মোরে ফিরেও চাহেনা ॥ আরত বিচ্ছেদ দ্বারে এ
প্রাণ বাঁচেনা । সহেনা আর যাতনা সহেনা ॥ কোথায়
যুঁজাব প্রাণ প্রাণপতি মনে । বিপরীত হলো আরো না
থের মিলনে ॥ এই কি কপালে লিখেছেন প্রজাপতি ।
এতবলি মনদুঃখে রহিল যুবতী ॥

অথ রাজপুত্রের সহিত পুনর্বার
লসির মিলন ।

যবে রাজপুত্র দৈত্য হরে লয়ে যায় । সে সময় সেই পরি
দেখিবারে পায় ॥ ক্রোধভরে আগি পরি দৈত্য প্রতি কয়
রাজপুত্র লয়ে কোথা জাও দুরাশয় ॥ অতিশয় প্রিয়
হয় এজন আমার । আমার সাক্ষাতে কর দুর্গতি ইহার ॥
এতবলি দৈত্য সহ করি বহু রণ । দৈত্য হতে রাজ
পুত্র করিল মোচন ॥ যুবরাজে কহে পরি হানিয়ে ॥
যাহ বাপু মদিনাতে পাবে প্রাণ প্রিয়ে ॥ পুষ্পার বিরহে রায়
হইয়া কাতর । মদিনা দেশের মুখে যায় গুণাকর ॥ যাইতে
যাইতে পথে নবান রাজন । পুষ্পসীর ভাব মনে হলো উ
দ্দীপন ॥ পত্নীর বিরহনল শতগুণ হয়ে । দহিতে লাগিল
দেহ অন্তরে পশিয়ে ॥ কান্দিয়ে কহে চক্ষে বহে বারিণী
এ অধিনে কেন বাস হইলে সুন্দরী ॥ দুরাশয় দৈত্য মোরে
করিল হরণ । তাই হারালেম আমি পুষ্পসীরতন ॥ আগে

বিধি বিরহে জালায়ে প্রাণ মন । কত কষ্টে দি
 য়াছিল করিয়া মিলন ॥ কেমনে প্রবোধ আমি দিব এ প
 রাণে । কেমনে ধরিব প্রাণ প্রিয়সী বিহনে । কেমনে লো
 কের কাছে এ মুখ দেখাব । কেমনে বিরহানল পুন নিবা
 রিব ॥ এইরূপে গুণাকর ভাবিতে ২ । প্রিয়া অনৈষণে
 যায় মদিনা দেশেতে ॥ বহুদিনে উত্তরিয়া মদিনা নগরে
 প্রিয়া অনৈষণ করে প্রতি ঘরে ২ ॥ প্রিয়ারে না পেয়ে
 রায় ভাবিতে লাগিল । ক্লান্ত হয়ে এক বৃক্ষ মূলেতে ব
 সিল ॥ হেনকালে রাজ কার্য্য পরিহরি লুসি বাটীর প্রা
 সাদ পরি উঠিল রূপসী ॥ পার্শ্বসদ গণ সহ ভ্রমিতে ২ ।
 অকস্মাৎ প্রাণনাথে দেখে রাজ পথে ॥ হাত বাড়াইয়ে
 যেন পাইল আকাশ । আন্তরিক দুঃখ তার হইল বিনাশ
 দু তে ডাকি বিনোদিনী কহেন তখন । ঐ মনুষ্যের কাছে
 করহ গমন ॥ অতি সমাদরে ওরে কর আনয়ন ॥ সামান্য
 না হয় ঐ ধিরাজ নন্দন ॥ আজ্ঞা পেয়ে দূত যারৈ নি
 কটে আসিয়ে । সুগবর ভাষে ভাষে আদর করিয়ে ॥
 আমাদের নরপতি ডাকিছে তোমায় । চল মহাশয় চ
 লগো জ্বরায় ॥ শুনিয়া দূতের বাণি কেঁপে ওঠে প্রাণ
 বলে বিধি এ আর কি বিপদ ঘটান ॥ একেত উন্মাদ আছি
 প্রিয়ের কারণ । না জানি কি জন্যে মোরে ডাকিল রাজন
 যা হক জাইতে মোরে হইবে তথায় । কি জানি কি পরে যদি
 বিপদ ঘটায় । ভাবিয়ে চিন্তিয়া । ধির গমন করিল । যথায়
 নৃপতি বালা তথা উত্তরিল ॥ নিকটে দেখিয়ে সতী প্রাণ প্রিয়
 পতি । বসাইল যুবরাজে সমাদরে অতি ॥ পরে সতী

পতি প্রতি সর্বিনয়ে কয় । কেন হইয়াছ তুমি মৌন অতি
শয় ॥ রাস কন কেন আর জঞ্জাল বাড়াও । মম সম দুর্ভাগা
নাহিক মহাশয় ॥ চিন দেশ হৈতে যাই গৃহে আপনার ।
লুসি নামে প্রিয়া ছিল সস্ত্রিতে আমার ॥ নিশিযোহগ মাঠ
মধ্যে প্রাণ প্রিয়া মনে । তাঁবু ফেলি একত্রেতে ছিলাম শয়
নে ॥ হেনকালে এক দৈত্য আসিয়ে তথায় । অকস্মাৎ আ
মারে সে হরে লয়ে যায় ॥ কোথা গেল প্রাণ প্রিয়ে প্রাণের
দোসর ॥ তারে না হেরিয়ে মম নয়ন কাতর ॥ এত বলি মন
দুঃখে নবীন রাজন । প্রিয়সীর ভাব স্মরি করেন রোদন ॥
দেখি লুসি আশ্বাসিয়া রাজার ভনয় । দিগে দিগে কিছু
রাজপুত্র কয় ॥ এইস্থানে থাক মনোদুঃখ তেয়াগিয়ে ।
অবশ্য পাইবে তুমি তব প্রাণ প্রিয়ে ॥

অথ দমারের বিরহ বহ্নন ।

ভূপতির আশ্বাসে আশ্বাস পেয়ে রায় । রহিল তথায়
ধির লীভিতে প্রিয়ায় ॥ একদিন রাজপুত্র স্নান করিবারে ।
উপনীত হইল এক সরোবর তীরে ॥ অতি রম্য স্থান সেই
স্তলনা না হয় । ইন্দের অমরাবতী মানে পরাজয় ॥ পঞ্চশর
বিরাজিত সর্বদা তথায় । রসেতে ঋষির মন সে বনে রসায়
সায়িঃ তথায় বসিয়া শুক শারি । সুললিত শ্বরে গীত গায়
মনোহারি ॥ শুনিলে সে শ্রব শ্রব শর বিক্ষেপে অঙ্গে । কি
কহিব যোগীদের যোগ যায় ভঞ্জে ॥ নীর অতি নিরমল
করে ঢল ॥ কুটিয়া রয়েছে তার কত শতদল ॥ নীরেতে
হেরিয়া রায় কমলের শোভা । জাগিয়া উঠিল মনে প্রিয়া
মনলোভা ॥ বিচ্ছেদ অনল হৃদে হইল প্রবল । কান্দিয়াঃ

কহে চক্ষে বহে জল ॥ হায় বিধি এই যদি ছিল তব মনে ।
তবে কেন মিলাইয়ে দিলে সে রতনে ॥ আগে যদি জানিতা
ম ঘটিবে এমন । তবে কেন তার সহ করিব মিলন ॥ পুন কি
তার রূপ হেরিবে নয়ন । পুন কি তার সহ হইবে মি
লন ॥ পুন কি পাইব আমি স প্রাণ রতন । পুন কি বিরহ
মোর হবে নিবারণ ॥ পুন কি শুনিক আমি সে মধুর স্বর ।
পুন কি পাইবে কর ধরিতে সে কর ॥ পুন কি করিব আমি
প্রেম আলাপন । হৃদয়ে হৃদয় রাখি যুড়াব জীবন ॥ পুন
কি সে নাথ বলি আমাকে ডাকিবে । পুন কি সে বিনোদিনী
বামেতে বসিবে ॥ এইরূপে রসময় প্রিয়ার বিরহে । ধরি
তে না পারে প্রাণ দুঃখে দেহ দেহ ॥ রসিক রাজন বর গুণে
র সাগর । প্রিয়সীর বিরহেতে অধিক কাতর ॥ বারং দুনয়নে
ঝরে শোক নীর । স্নান করি ভীরে পরে উঠিলেন পির ॥ কা
তর পরাণে রাখ করিল গমন । কবি কহে বিরহের প্রভাব
এমন ॥ ৩০ ॥ ৩০ ॥ ৩০ ॥

পুন ছমারের সহিত মিলন ॥

সুধাংশু বদনী ধনী, লয়ে কাস্ত গুণমণি, ছত্রবেশে করিয়া
ছলনা । হাতেম রাজ ছমারী, প্রাণনাথে মস্ত্রী করি, রাজ
কার্য করে সুলোচনা ॥ রাজ নন্দনের মন, সদা থাকে উচা
টন, শাস্ত নহে প্রিয়সী কারণ । সর্বদা অসুখে রয়, মনোবাঞ্ছা
পূর্ণ নয়, অনিবার ঝরে দুনয়ন ॥ প্রাণেশের মুখ হেরি,
মনে বলে মরি, আমা লাগি দুঃখী মম প্রাণ ॥ হেরিয়া না
থের মুখ, বিদরিয়া যায় বুক, বুঝি আর না রহে পরাণ ॥
আহার প্রিয়জন, সর্বদা অসুখে রন, প্রাণে মোর সহিবে কে

মনে । দিক২ দিক মোরে, দিক সেই বিধাতারে, হেন দুঃখ
 ঘটায় এ জনে ॥ এতেক বলি সুন্দরী, প্রাণনাথ করে ধরি,
 বলে মন্ত্রী শুন বিবরণ । একটি মন্ত্রণা আছে, জিজ্ঞাসিব তব
 কাছে, চল অন্দর ভবন ॥ চল হে চল গোপনে, মন্ত্রণা করি
 দুজনে, বিলম্ব নাহিক আর শয় । এত বলি রসবতী, লয়ে
 প্রাণপ্রিয় পতি, অন্দরেতে উপনীত হয় ॥ লইয়া প্রাণ প-
 তিরে, বসাইয়া নিজ ঘরে, পরে রামা যাইয়া বাহিরে । সেই
 বেশ পরি হরি, নিজ বেশ ভূষা করি, উপনীত পতির গোচ-
 রে ॥ প্রিয়ার মুরতি হেরি, উখলিল প্রেম বারি, স্থির নেত্রে
 করে নিরীক্ষণ । সুকৃ তরুণ যেন, জীবন পাইল পুন,
 সেইরূপ হইলা রাজন ॥

অথ ময়নু কন্যার সহিত রাজ পুত্রের মিলন ।

প্রিয়বর বলে রামা ধরিয়া যতনে । মিলন করিল ধনী প্রাণ
 নাথ সনে । অন্তরে প্রবল ছিল বিরহ অনল । আনন্দাশ্রু
 নীরে ভাঙ করিল শীতল ॥ মধুর বচনে রায় কহে প্রিয়া প্রতি
 কেমনে আইলে হেথা কহ রূপবতী ॥ প্রাণেশের বাণি শুনি
 কহে প্রাণ প্রিয়ে । কেবল এ প্রাণ ছিল তব মুখ চেয়ে ॥ পুরু-
 ষের বেশ আমি করিয়া ধারণ । তব অনৈষ্যণ হেতু হেথা
 আগমন ॥ হেরিয়া আমার রূপ ভূপাত মহিল । কন্যা সহ
 এই রাজ্য আমারে অর্পিল ॥ বিভা করিয়াছি আমি রাজা
 র নন্দিনী । দুই নারী হইল তব ওহে গুণমণি ॥ ময়মুন
 রাজার কন্যা ময়নু নামেতে । বিধাদিতা আছে ধনী পতির
 জন্যেতে ॥ ত্বরায় পুরাও নাথ তাহার কামনা । দহিছে
 তাহার প্রাণ প্রেম বারি বিনা ॥ নিষ্ঠুর তোমার সম নয়নে না

হেরি । রমণীরে একাকিনী যাও পরিহারি ॥ কি কহিব তব
 গুণ বলি হারি ঘাই ॥ কাঠন তোমার সম ত্রিভুবনে নাই ॥
 অবলারে ফেলাইয়া দুঃখের পাথারে । অনাশে চলিয়া
 গেলে না চাহিলে কিরে ॥ একে দলবতী তাহে যে ঘোর কা
 নন । একাকিনী নারী তথা জীয়ে কতক্ষণ ॥ প্রিয়সীর বাক্য
 শুনি নবীন রাজন । ধিরে ২ ধিরা প্রতি কহেন তখন ॥ অস্থ
 র না হও প্রাণ স্থির কর মন । দৈবাধিন হয়েছিল দৈবের ঘটন
 দূরাশয় দৈত্য আসি হরে লয়ে যায় । আসি কি করিব
 প্রাণ বিধাতা ঘটায় ॥ তাই হয়েছিল ভাই বিচ্ছেদ ঘটন ।
 সুখা ফেলি বিষ কোথা কে করে ভক্ষণ ॥ প্রিয়ের বচনে প্রিয়া
 ছুঁইমতি হয়ে । ময়নু সহ রাজপুত্রে দিল মিলাইয়া ॥ নবীনা
 রমণী পেয়ে নবীন রাজন । প্রেম রসার্চুবে মন করিল মগন
 মনোমত পতি পেয়ে প্রকুল সুন্দরী । বুজভূমে গোপিনী
 র যেন প্রাণ হরি ॥ এইরূপে কিছু কাল নবীন রাজন । না
 রসে কেলি করি যুড়ায় জীবন ॥ মদিনাতে আনন্দেতে
 পালি প্রজা গণ । দেহ পরিহারি গেল অমর ভূবন ॥

ইতি পুস্তক সমাপ্তঃ ।

৫৯ অর্থ মঙ্গলাচরণ ও আদ্যকরে চিত্রকাব্য।

শ্রী—পতির পাদপদ্ম ভাব মনামার।

হ—ইবে অনাসে এই ভবান্বে পার।।

রি—পুঙ্খলে দমন করহ অনুক্ষণ।

ম—হামায়ী জ্বলে তবে পার পাবে মন।।

হ—রিবে নিমিষে সব জ্ঞান না শমন।

ন—ন সুতে এক মনে কররে ভজন।।

ক—কুস রবেনা মন ভাজিলে কেশবে।

ম—নক্ষত্র সিদ্ধ হবে মুক্তি পদ পাবে।।

ক—লে কি করিতে পারে ওরে মনামার।

র—মা কান্তে ড্রান্তে যদি ডাক একবার।।

বি—শ্রময় হরি তিনি সংসারের সার।

র—ত হয়ে কর পান প্রেম রস তাঁর।।

চি—স্তা কেন কর মন ভরিতে এ ভবে।

ত—রায় হইবে পার ডাক সে মাধবে।।

বিজ্ঞাপন।

ইসক জেলেখা।

এই গ্রন্থের মূল পারসিক ভাষায় লিখিত, এরূপ সুবিনয় প্রেমময় কাব্য আর দ্বিতীয় দৃষ্ট হয়না। এই কাব্য পুঙ্খ কোন মুসলমান কর্তৃক পদ্যে অনুবাদিত হইয়াছিল তাহার রচনা এরূপ গোলযোগময় যে তাহা পাঠক বর্গের কোন ক্রমেই পাঠ যোগ্য নহে তাহাতে আমরা কএক বন্ধু একত্র হইয়া অস্বদেশীয় চলিত সরল সাধুভাষায় রচনা করিয়া ত্বরায় প্রকাশে প্রবত্ত হইয়াছি মূল্য অর্দ্ধ মুদ্রা দ্বারা

প্রঃ প্রকাশকঃ—শ্রীযুত সীতানাথ মল্লিক।

বৈষ্ণব-পদলহরী ।

[জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, কামদাস,
গোবিন্দদাস প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ পদকর্তা-
দিগের পদাবলী সংগ্রহ ।]

[আবশ্যিকমূরূপ টীকা ও অনুবাদ সম্বলিত ।]

চতুর্থী 'অনুসন্ধান'-পত্র-সম্পাদক

শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী, সম্পাদিত ।

কলিকাতা,

৩৮২ ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীট, বঙ্গবাসী-ইলেকট্রো-মেসিন প্রেসে,

খ্রীষ্টাব্দ চক্রবর্তী দ্বারা মুদ্রিত

ও প্রকাশিত ।

সন ১৩১২ সাল ।

মূল্য ৪৮ চারি টাকা মাত্র ।

